অঞ্জলী

শ্রীইন্দুভূষণ রায় প্রণীত।

শ্রীতারকগোপাল ঘোষ বি, এ, কর্ত্তৃক
৬৩।৪, মেছুয়াবাজার রোড হইতে

কলিকাতা।
৯২, মেছুয়াবাজার রোড, ঝামাপুকুর,
নববিভাকর যন্ত্রে,
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।
১২৯৪।
মূল্য ॥৵০ আনা।

উপহার।

ভৈরবী—চৌতাল।

প্রাণেশ হে, প্রাণারাম,
প্রাণ-রমণ, চিত্ত-মোদন,
সর্ব্বস্ব সঁপিয়ে তোমা
তৃপ্তি না মানে প্রাণ।
অতি বিচিত্র বিশ্ব-রচনা
অসীম সুন্দর, পূর্ণ মঙ্গল,
পরাস্ত চিন্তা দিব্য প্রতিভা
সীমা কে দিবে তার।
তারই মাঝে গঠিলে বিরলে
হৃদয়-কুসুম-কানন এ,
হে শিল্পী মহিমা তোমারই হে;
আহরি যতনে রুচির প্রসূনে
প্রেমাশ্রু জড়িত নানা রাগ যুত
সোহাগে দি তোমারে নাথ
লহ লহ উপহার।

ভূমিকা।

যিনি এই অনন্ত, অসীম, অতি বিচিত্র, অসীমসুন্দর, পূর্ণমঙ্গল, দিব্যপ্রতিভা ও চিন্তাকে পরাস্তকারী বিশ্ব রচনা করিয়া তারই মাঝে বিরলে যে হৃদয়-কুসুম-কানন গড়িয়াছেন, আমাদের কবি সেই কুসুমোদ্যান হইতে নবরাগযুত প্রেমাশ্রুজড়িত কুসুমাবলী চয়ন করিয়া প্রেমভরে সেই বিশ্বশিল্পীকেই অঞ্জলিপ্রদান করিয়াছেন। কবির হৃদয়-কুসুম-কাননে স্বভাবজাত কুসুম বই আর কিছুই নাই। দেশবিদেশ হইতে আনীত কলমের গাছ নাই। সে কুসুমে সুবাস এবং মধু আছে কি না তাহা কাল পরীক্ষা করিয়া বলিবে। সকল সুদৃশ্য ফুলে মধু থাকে না, অথবা সকল মধুময় ফুলে সৌন্দর্য্য থাকে না। একাধারে রূপ, গুণ এবং সহজলভ্যতা প্রকৃতির কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং অঞ্জলিপ্রদাতার কুসুমগুলির মধ্যে যে সে সকল গুণই আছে, আমরা এরূপ বলিতে চাই না। শুধু তাও নয়। আজ এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে নূতন সভ্যতার আলোক পাইয়া ভারত নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর লোকে ধূপদীপ-গন্ধমাল্য-চুয়াচন্দন সমন্বিত দেবচরণে উৎসর্গীকৃত বন্যকুসুমের নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া তৃপ্ত হয় না; বরং উহা অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হয়। সুবাসিত অডিকলম প্রভৃতি বিলাতী গন্ধদ্রব্য না হইলে লোকের আর ভাল লাগে না। এখন তাপসতরুমূলস্থ বেদীতে উপবিষ্ট জটাবল্কলধারী আচার্য্যের উপদেশে আর মধুরতা নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য এখন নাট্যশালা এবং

বারাঙ্গনার প্রয়োজন—নতুবা উহা নীরস লাগে। সুতরাং আজিকার দিনে যে এই অঞ্জলিবদ্ধ কুসুমে সকলেরই মনোরঞ্জন করিবে, আমরা সে আশা করিতে পারি না।

এখন যদি কাহারও জিজ্ঞাস্য থাকে যে, পাঠকসমাজে আদৃত হইবার প্রত্যাশা নাই, তবুও ইহা সাধারণে প্রকাশ করা হয় কেন? তাহার উত্তরে আমাদের এই মাত্র বলিবার আছে যে, পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। চিন্তা, ভাব ও পরিশ্রমের বিনিময়ের উপরই মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত। ইহা মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ—ইহার উপর আমাদের কোন হাত নাই। সুতরাং কতক পরিমাণে উহার জন্য মানুষ দায়ীও বটে। যাঁহাদের খাটুনিতে বাঁচিব, তাঁহাদের জন্যই খাটিব;—ইহা আপনা আপনি শিখিয়াছি। সুতরাং যে যতদূর পারে সে তাহাই করে। লোকের মুখাপেক্ষী হইলে চলে কই—আমি পারি কই? আমার যাহা আছে দিলাম; ইহাতে কাহারও কোন কাজ হয়, ভাল,—আমি সার্থকজন্মা হইলাম; না হয়, আমার দোষ কি? যিনি হৃদয়-কুসুম-কানন সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার চরণেই সে কাননের কুসুমরাশি সোহাগে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে; সে নির্ম্মাল্য যদি কেহ আদর করেন, তাঁহারই মহিমা, না করেন, তাঁহারই ইচ্ছা। তাহাতে গ্রন্থকার বা প্রকাশকের বলিবার কিছুই নাই। আমরা এই মাত্র বলিব "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

গ্রন্থে নূতন কি আছে? নূতন কি থাকিবে? পৃথিবীতে নূতন কিছুই নাই। হৃদয় পুরাতন; চিন্তাশক্তি পুরাতন;

ভাবুকতা পুরাতন; ভাষা পুরাতন; ছন্দোবন্ধন পুরাতন;—সবই পুরাতন; নূতন কোথায় আছে?

এক দিকে যেমন সবই পুরাতন, অপর দিকে তেমনি নূতনও আছে। এই চিন্তা, ভাব ও শক্তির গতি স্বতন্ত্র;—আজকার দিনে উহা অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র;—সুতরাং নূতনই বলিতে হইবে।—উষার সৌন্দর্য্যে অনেকেই মুগ্ধ হয়; উষা যে নীরবে, গম্ভীরভাবে, ভক্তিরাগে রঞ্জিত হইয়া ভুবনেশ্বরের আরাধনা করে, তাহা কয় জনে দেখে? বীণ, সেতার, তানপুরা, তবলা, পাখোয়াজাদি সহযোগে, বিশুদ্ধ তানলয়মিশ্রণে কলাবতের গীতধ্বনিতে অনেকেই মুগ্ধ হইয়া থাকে,—কিন্তু এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে দিব্য নিক্কণে, দিব্য বাদিত্র সংযোগে, দিব্য মধুর তানলয়সহকারে অবিশ্রান্ত অনন্তস্বরে ভুবনেশ্বরের বন্দনা গান করিতেছে, তাহা কয় জনে শুনিয়া থাকে? "কার বা পিতা, কার বা মাতা; কার বা ভাই, কার বা ভগ্নী; নদীস্রোতসমাকুল কাষ্ঠখণ্ডচয়ের ন্যায় একত্রিত হইয়া আবার সেই স্রোতাবেগেই দূর দূরান্তরে চলিয়া যায়; কায়ে প্রাণে সম্বন্ধ নাই;—কাকস্য পরিবেদনা।" সকলেই এই কথা বলে; কিন্তু ইহলোক এবং পরলোকে যে অচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, তাহা কয়জনে বুঝিতে পারে? অপর দিকে পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, ইহারা সকলেই যে এক এক খণ্ড ভারী প্রস্তরের ন্যায় হইয়া মোহসূত্রে বান্ধিয়া মানুষকে অগাধ সংসারসাগরে অনুক্ষণ নিমগ্ন করিতেছে; 'সংসার রূপ ব্যাধ যে মোহবাগুরা পাতিয়া, সুখবংশীর মোহন ধ্বনিতে

মানস-কুরঙ্গকে প্রলুব্ধ করিয়া, অবশেষে বিষম নিরাশা-শরে বিদ্ধ করিতেছে; ভবসংসার যে একটী ভীষণ মরুক্ষেত্র, সুখ যে তাহাতে মরীচিকা মাত্র; 'সংসার-কাননের কোন বৃক্ষেই যে প্রিয়তম সুখপক্ষী নাই;'—'সেই আঁখির আলোক বিনা এ সকলি যে অন্ধকার'; তাহা কে চিন্তা করে? আমাদিগের গ্রন্থকারের চিন্তা পৃথিবীর সুখ দুঃখ, প্রণয় বিচ্ছেদ, এ সকল অতিক্রম করিয়া অবিরত ঊর্দ্ধদিকে ধাবমানা। প্রকৃতির মনোমোহিনী ছবি দেখিতে দেখিতে, সংসারের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে, সুখীর সুখের মধ্যে, দুঃখীর দুঃখের মধ্যে, প্রণয়ীর প্রণয়ের মধ্যে, এবং বিরহীর মর্ম্মস্পর্শী বিরহগীতির মধ্যে আমাদের গ্রন্থকার প্রতিমুহূর্ত্তে জীবন-মহাযাগের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, মিলন বিচ্ছেদ, জীবন ও মরণ সমানভাবে স্বর্গের সোপান হইয়া আমাদের গ্রন্থকারের নিকট নূতন ভাবে প্রকাশিত। পাঠকসাধারণের নয়নসমক্ষে তাহার সমুজ্জ্বল চিত্র গ্রন্থকার দিতে পারিয়াছেন কি না জানি না, তথাপি তাঁহার এই সূত্রপাতই আমাদের নিকট প্রচুর বলিয়া বোধ হইতেছে। কবি তাঁহার সকলটুক সুখ, সকলটুক দুঃখ, সকলটুক ভাব, সকলটুক চিন্তা, সকলটুক প্রেম, সকলটুক ভক্তি অঞ্জলি পূরিয়া সেই ভক্তাধীন চরণে সমর্পণ করিয়াছেন—আমরা বলি কবির সকলই সার্থক হইয়াছে।

গ্রন্থে কবিত্বের উচ্ছ্বাস কতদূর আছে, তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। তবে এইমাত্র বলি যে, কবি স্বীয় ভাবে অনু-

প্রাণিত হইয়াই ইহার সকলগুলি কবিতা লিখিয়াছেন; ইহাতে অন্য কাহারও ভাব বা ছায়া প্রতিফলিত করা হয় নাই।

এ সব বিষয়ে আর আমরা কিছু বলিতে চাই না। সাধারণ্যে যাহা প্রকাশ করিতেছি, তাহার বিচার সাধারণ্যেই হউক। এই উপলক্ষে আমাদের আরও কয়েকটী কথা আছে, অতঃপর তাহাই নিবেদন করিতেছি।

১। বাঙ্গালায় কবিতা লিখিতে হইলে অক্ষর গণনা করিয়া লিখিতে হয়। কিন্তু একটু সূক্ষ্মরূপে চিন্তা করিলেই দেখা যায়, যে উহাও মাত্রা-বিভাগের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালায় এক এক অক্ষরে এক এক মাত্রা; এই জন্যই অক্ষর গণনা করা হয়। মাত্রা আবার উচ্চারণের সময়-বিভাগানুসারে নির্দ্ধারিত। সুতরাং যেখানে স্বরান্ত বর্ণ হলন্তের ন্যায় উচ্চারিত হয়, সেখানে গণনায় একটী অক্ষর বেশী থাকা দোষ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। তদ্রূপ, যেখানে স্বরান্ত বর্ণ হলন্তের ন্যায় উচ্চারিত হইলেও ছন্দঃপতন না হয়, সেখানে মাত্রা-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা না করিয়া যদি হলন্ত বর্ণই দেওয়া যায়, তাহাও দোষ মনে করা উচিত নহে। অপর দিকে যে যে স্থলে কেবল মাত্র অর্থসাধনের নিমিত্ত শব্দের অন্তে 'ও'কার বা 'ই'কারের উচ্চারণ করিতে হয়, এবং ঐ 'ও'কার বা 'ই'কারের উচ্চারণ স্বতন্ত্র না হইয়া শব্দের শেষ বর্ণের সহিত উচ্চারিত হয়, সেই সেই স্থলে ঐ 'ও' বা 'ই'কে একটী স্বতন্ত্র মাত্রামধ্যে গণনা করা উচিত নহে।' এই গ্রন্থে সর্ব্বত্রই এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

২। বাঙ্গালায় চলিত ভাষায় সম্বোধন পদের ব্যবহার আদৌ নাই বলিলেই হয়। ডাকিবার সময় কেহই 'সরলাকে' 'সরলে,' 'সাধু'কে 'সাধো' বা 'হরি'কে 'হরে' বলিয়া ডাকেন না। কেবল সংস্কৃতের অনুকরণেই এই পদ্ধতি ব্যবহারানুরোধ ব্যতিরেকেও ব্যাকরণে স্থান পাইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই রীতি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। এই কারণে, এবং এবিষয়ে একটী মীমাংসা হওয়া প্রার্থনীয় মনে করিয়াই আমরা গ্রন্থ মধ্যে এই রীতির অনুসরণ করি নাই।

৩। সংস্কৃতে যেরূপ লিঙ্গপ্রকরণের উপর ভাষা অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করে, বাঙ্গালায় তাহা করে না। এবিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে নাই। ফলতঃ এসকলবিষয়ে সংস্কৃতের ন্যায় একটা বিশেষ বাঁধাবাঁধির মধ্যে ফেলিয়া ভাষাকে অনর্থক দুরূহ করা আমাদের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। এই গ্রন্থমধ্যে আমরাও বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত যথাসাধ্য ঐ দুরূহ রীতি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। কেবল মাত্র যে সকল স্থলে নিতান্ত শ্রুতিকর্কশ হইবার আশঙ্কা আছে, সেই সকল স্থলেই প্রচলিত রীত্যনুসারে লিঙ্গযোজনা করা হইয়াছে।

৪। বিশুদ্ধ উচ্চারণ অনুসারে সংস্কৃত বর্ণমালায় আট চল্লিশটী অক্ষর আছে। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের উচ্চারণ-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া বর্ণমালার সংখ্যা সমানই গ্রহণ করা হইয়াছে। স্বরবর্ণের হ্রস্ব এবং দীর্ঘ উচ্চারণ এক রূপই করা হয়। 'হরি' এবং 'কালী' বলিতে সমান সময়ই

প্রয়োজন হয়, অথচ 'কালী' লিখিতে দীর্ঘ ঈকার না দিলে একটী বিশেষ অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। এইরূপ ব্যঞ্জন বর্ণেও 'জ' এবং 'য'; দুটী 'ব'; শ, ষ, স; ণ, ন; বিসর্গের পরস্থিত খ এবং ক্ষ, ইহাদের উচ্চারণগত পার্থক্য আমাদের দেশে আদৌ নাই; অথচ লিখিবার বেলা সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। সুতরাং এই বর্ণ গুলিকে অতিরিক্ত বলিলেও চলে। অপর দিকে, কতক গুলি উচ্চারণ আছে, অথচ তজ্জন্য বিশেষ বর্ণের কোন ব্যবস্থা নাই। 'করে' এবং 'ক'রে'; 'কাল' এবং 'কা'ল, ইত্যাদি স্থলে একই অক্ষরে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ বিশিষ্ট শব্দ হয়। 'ক'রে' এবং 'কা'ল, বলিতে কতকটা ইকারের উচ্চারণ হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। সুতরাং উহার মাঝে 'ই'কার সন্নিবেশ করা যায় না; অথচ স্বতন্ত্র কোন অক্ষরও নাই। যে (') চিহ্নটী ব্যবহৃত হয়, উহার কোন নামও নাই, অথবা বর্ণমালার মধ্যে উহার কোন স্থানও নাই। এটী একটী অভাব বলিতে হইবে।

আমাদের বিবেচনায়, প্রথমোক্ত অতিরিক্ত বর্ণগুলির হয় স্বতন্ত্র উচ্চারণ প্রচলন, না হয় একেবারে বর্ণমালা হইতে উহাদিগকে অপসরণ করা উচিত। এবং শেষোক্ত (') চিহ্ন টীর 'অনুক্ত' এই নাম দিয়া অনুস্বারাদির ন্যায় বর্ণমালার মধ্যে স্থান দেওয়া উচিত।

সংস্কৃত ভাষায় অতিরিক্ত বর্ণগুলির বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদ বিশেষ রূপে প্রচলিত। হ্রস্ব ও দীর্ঘ বর্ণ সকলের মাত্রার উপর নির্ভর

করিয়াই সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখিতে হয়। হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত বর্ণে যথাক্রমে এক, দুই এবং তিন মাত্রা ধরা সংস্কৃতের নিয়ম। ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সংস্কৃতে ছন্দ দোষে দোষী হইতে হয়। বাঙ্গালায় এ প্রথার বিন্দুমাত্রও প্রচলন নাই। ফলত ঐ প্রথার অনেক উপকারিতাও আছে। কিন্তু তাহা স্বত্বেও উহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত করা প্রায় অসম্ভব। তবে যদি কেহ সে চেষ্টা করিয়া দেখেন, কি হয় বলিতে পারি না। ঐ প্রথা অবলম্বন করাতেই জয়দেবের কবিতায় এত মধুরত্ব। এই গ্রন্থে কতকগুলি সঙ্গীতে এই প্রণালী অবলম্বনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এক্ষণে সুধীজনগণসমীপে আমাদের প্রার্থনা এই যে এ সকল বিষয়ের একটা মীমাংসার জন্য চেষ্টা হউক।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, মুদ্রণকালে নানা প্রকার গোলযোগ বশত কোন কোন স্থলে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে, অনেক স্থলে বিরাম-চিহ্ন গুলির সুসমাবেশ হয় নাই; কোন কোন স্থলে শব্দপরিবর্ত্তন করিয়া দিবার কথাছিল, তাহাও দেওয়া হয় নাই; সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই হইয়াছে যে প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষে গ্রন্থের নাম দেওয়া হয় নাই। এ সকল ক্রটীর জন্যে, ভরসা করি, পাঠকবর্গ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিয়া বাধিত করিবেন। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় কখনও ইহার পুনঃসংস্করণ হয়, তখন সকল ক্রটি সংশোধিত হইবে ইতি।

শ্রীতারকগোপাল ঘোষ বি, এ,
প্রকাশক।

অঞ্জলী।

ঊষার দেবারাধনা।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

নিরখি এ বিশ্বচ্ছবি জুড়াই নয়নে।
গাই আনন্দ রাগে লোকপাল ভূতভাবনে।
ঊষার প্রসন্ন শিরে জ্যোতীরাজ ভানুবিরাজে।
ভয় নাই তাপ নাই তমোহীন ভুবনে।
স্বর্ণরাগে সমুজ্জ্বল প্রকৃতি-সুন্দর ভুবন।
প্রকৃতি সুকণ্ঠা কোটি বিহঙ্গের কূজনে।
প্রকৃতির রাজা তুমি কেন নর নীরব?
উঠরে জড়তা ছাড় গাও বিশ্ববন্দনে।

শ্রীহরি স্মরণ করি, আনন্দ-বদনে,
খুলি দিব্য দিবদ্বার, বাহিরিল ধীরে,
ত্রিদিব-ললাম-ভূতা, পুণ্য-জ্যোতির্ম্ময়ী
অরুণ-নন্দিনী ঊষা। ভরিল সংসার
মুগ্ধ-রূপ-মাধুরীতে, ভুবন ভরিল
স্বর্গীয় সৌগন্ধ-ভারে। কিবা মায়া-বলে,
শান্তিরস-সিন্ধুনীরে নিমগন আহা!

ভয়-মুক্ত বিশ্বধাম। সখীরে নিরখি,
স্মিতমুখী মনানন্দে বসুমতী সতী।
চিরবাল-লীলাময়ী সর্ব্বরী সুন্দরী
খেলিতে শশাঙ্কসনে; আজি অভিমানে
ঢালিয়াছে অঙ্গে কালি; কলঙ্কিত তাহে
দেব-নর-বন্দনীয় অসীম সুন্দর
ভুবনেশ্বরের দিব্য ভুবন মন্দির।
কোকনদ-করে ধরি ঊষা সুবদনা
সুবর্ণের সম্মার্জ্জনী মন্দির মার্জ্জনে,
আইলা প্রফুল্লমুখী; মন্দাকিনী-নীরে,
বরষি সহস্রধারে তিতিলা ধরণী।
দূর-গত তমোজাল-কালিমা-জঞ্জাল।
স্নাত-কলেবরা ঊষা, পুণ্যময়-প্রাণা,
পুণ্যশ্বেতসুবসনা, শান্তি-সমাহিতা
বসিলেন যোগাসনে; শোভা হেরি মরি,
ভুবন ভাসিল ভাবে; বাজিল দুন্দুভি
দ্যুলোক গোলোক ধামে; দিগঙ্গনাগণে
ফুল্লমুখী; মেঘমালা হেলিয়া দুলিয়া
বেড়াইছে মনোরঙ্গে; অলকা-বাসিনী,
মহাযোগ-নিমগনা, দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী
মনোরমা শুকতারা;—যোগানন্দে আহা,
ক্রমে নিমীলিত আঁখি; যোগ-ভরে যেন,

অনন্তের অনন্তত্ব-মাঝে লুকাইতে
চাহেরে ত্বরিতে ; দেখি, বহিল সন্দেশ
সুরভি-সন্দেশবহ, অনুরাগ ভরে,
অনিল, দেবের ঘরে ; ভকতি-গম্ভীর
ছুটিল অমরবৃন্দ, সমাগত আসি
রমণীয় ঊষাপাশে। কি শোভা মরিরে !
কুমুদিনীকুল মাঝে, প্রসন্ন সলিলে,
কমলিনী ফুলরাণী, শোভে শতদলে
যেমতি, তেমনি ঊষা দেবসভা মাঝে।
প্রসন্ন পবিত্র মুখ সুখ-সমীরণে
প্রস্ফুরিত ; বিন্দু বিন্দু ঝরে অবিরল
মন্দাকিনী-ধৌত-আঁখি দুর্ব্বাদল-শিরে।
সে অশ্রু মাখায়ে ঘন দিয়া ফুলাঞ্জলি
ভুবনেশ শ্রীচরণে, বিহগ-কূজনে—
মনোন্মাদি, সকরুণ; গদগদ স্বরে,
গাহিল শ্রীমতী ঊষা ;—

নমে হে প্রাণেশ,

মন্দির-মার্জ্জন-দাসী তোমার চরণে।
প্রাণে গাঁথা নাথ, তুমি আপনার প্রেমে,
কি আর বলিব আমি ? তোমাধনে ছাড়ি,
বাঁচে কি ক্ষণেক দাসী ? থেক প্রাণমাঝে,

প্রাণধন, চিরদিন ; ও মুখ নেহারি,
প্রেম-উন্মাদিনী আমি, পরাণ-বিহ্বলা ;
নিত্য যেন হেন, বঁধু, বিসারি আপনা,
গাই তব যশোগান, এই হে মিনতি।

—০—

ভুবন সঙ্গীত।

১

যোগ-নিদ্রা পরিহরি আজ বিশ্ব শুন রে
ভুবন সঙ্গীত ;
আর নিদ্রা যেয়োনারে, অই শুন এ সংসারে,
মধুর নিক্কণে নিত্য গীতধ্বনি উঠিছে—
অদ্ভুত সঙ্গীত !
মেঘে বাজে জয়ভেরী ভুবনেশ্বরের রে,
গম্ভীর সঙ্গীত !
শুনরে নীরবে আর সঙ্গীত ও চমৎকার,
বিবিধ ইন্দ্রিয় পথে প্রাণে পশি ভুলালে,
মজাইল চিত !
মন দিয়া শুনরে সঙ্গীত।

২

সন্ধ্যারাগে আভাময়ী তটিনী সুন্দর যে
তাওত সঙ্গীত !

আর অই শৈল-পায়   বন-বিবাসিনী গায়
'বিধি' বাঁশলি ক্ষীণরবা   ক্ষুদ্র তরঙ্গিনী রে,
তাওত সঙ্গীত !

কমলে ভাসালে প্রাণ   সৌন্দর্য্যের হিল্লোলে,
তাওত সঙ্গীত !

আর অই যেন গ'লে,   নীল পল্লবের কোলে,
কেসরের ক্ষুদ্র মুখ দেখি দেখি মজিলে,
তাওত সঙ্গীত !
বল তবে কি নয় সঙ্গীত ?

৬

সুবিস্তীর্ণ মাঠগুলি   শস্য-শোভা-তরঙ্গে,
তাওত সঙ্গীত !

ভীম শৈলরাজ শিরে   ধরি চির-হিমানীরে
স্তবধ গম্ভীর বৃদ্ধ যোগী ধ্যানে নিমগ্ন,
তাওত সঙ্গীত !

জনপদে জনমুখে   হাসি দেখি হাসিলে,
তাওত সঙ্গীত !

আর চল বন মাঝে   যথা তরুরাজ রাজে,—
অতুাঙ্গ তমাল শাল ডুবি ভীম গাম্ভীর্য্যে ;
তাওত সঙ্গীত !
বল না গো কি নয় সঙ্গীত ?

৪

দুরন্ত তৃষ্ণার জল ক্লান্ত-পান্থ-পাশেরে,
তাওত সঙ্গীত !

বরষে মুষল-ধারে, বসি নিজ গৃহ-দ্বারে,
দেখি, দেখি, দেখি ধারা, যা ভাবিলে মনেরে,
তাওত সংগীত !

দুরন্ত প্রান্তরে পান্থ, দূরে ক্ষীণালোক রে,
তাওত সংগীত !

প্রাতে উচ্চমঞ্চে উঠি, দেখ রক্ত ভানু ছুটি
ব্যোম, বায়ু, বৃক্ষচূড় আরক্তিম রঞ্জিয়া,
তাওত সঙ্গীত !

বল তবে কি নয় সংগীত ?

৫

স্বচ্ছ সরসীতে চাঁদ কৌমুদী নাচায় যে,
তাওত সংগীত !

বিঘোর তামসী নিশী অনন্ত বিস্তৃতি মিশি
উপজে যুগান্ত-দৃশ্য বিশ্বময় ব্যাপিয়া
তাওত সঙ্গীত !

পত্রের নীলিমা মাঝে ফুল দোলে বাগানে
তাওত সঙ্গীত !

সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্য কাছে পশ্চিমে চপলা নাচে
ঘোর ঘন-ঘটা বিশ্ব ডুবাইয়ে তিমিরে,
তাওত সঙ্গীত !
বল তবে কি নয় সঙ্গীত ?

৬

কামিনীর কাণে দোলে গমনে ভুষণ রে
তাওত সংগীত !
স্তবকে স্তবকে ফুল পরি অঙ্গে সমাকুল,
বায়ুভরে বনলতা মৃদু মন্দ হিল্লোলে,
তাওত সংগীত !
বাসন্ত গগন তলে, সহকার শাখাদলে,
উড়ি, বসি, ঘুরি, ফিরি পতঙ্গে কি বলে যে,
তাওত সংগীত !
বল তবে কি নয় সঙ্গীত ?

৭

লম্ফে ধায় জীবশিশু, সাধে কোলে লও যে
তাওত সঙ্গীত !
সংসার-সন্তপ্ত প্রাণ, করি যে অমৃত পান,
আদরের ধনে নিয়ে বুকে রাখি জুড়ালে
তাওত সংগীত !
কুসুমের পত্রে দোলে হিমানীর বিন্দুরে
তাওত সঙ্গীত !

অপাঙ্গে পাইলে ক্রুটি মায়া-মাখা আঁখিদুটী
অপাঙ্গে দোলায় অশ্রু দেখায়ে আঁধার রে
তাওত সংগীত !
রমণীর কিবা না সঙ্গীত ?

৮

পর দুঃখে অশ্রু-আঁখি করুণাসুন্দরী যে
তাওত সংগীত !
রোগশয্যাপার্শ্বে আসি ঢালে যে অমৃত-রাশি
মায়ার প্রতিমাখানি সুশ্রুষা-রূপিনী রে
তাওত সংগীত !
সংসার-মরুর মাঝে মধুমতী প্রীতি রে
অপূর্ব্ব সংগীত !
এক ইন্দ্রজাল-বলে সমস্ত সংসার চলে,
যে ক'রে নীরস প্রাণে রস সঞ্চারয়ে রে
তাওত সংগীত !
মর্ত্তমাঝে ত্রিদিব সংগীত !

৯

নিশীথ-বসন্ত-সখা মানস-উন্মাদী রে
অতুল সঙ্গীত !
নিশীথ-স্বপন-কোলে কর্ণে কি মাধুরী দোলে,
জাগিয়ে চমকি শুন সেই বেণু গান রে,
মধুর সংগীত !

নদীবক্ষে দূরবাহী নিশীথ বেণুয়া রে,
বিচিত্র সংগীত!
স্বর্গ মর্ত্ত ভাসাইয়া প্রাণ মন মাতাইয়া,
উৎকণ্ঠা-কামিনী-কণ্ঠে নিশীথ বিরহ রে,
অপ্সর সংগীত!
মর্ত্তে নারী জীবন্ত সংগীত!

১০

কলঙ্কে কলঙ্কী চাঁদ অধিক সুন্দর যে
তাওত সংগীত!
রমণী-শ্রীমুখমাঝে, কলঙ্কী ভ্রূযুগ রাজে,
তলে তার কৃষ্ণ আঁখি ইন্দ্রজালময় রে,
তাওত সঙ্গীত!
পাতা গুলি নিয়ে খেলি সুখী সমীরণ যে,
তাওত সঙ্গীত!
কৌতুকী অনিল, একা শ্রীমতী অলকা-রেখা,
কপাল-প্রান্তরে পেয়ে যে খেলা সে খেলে রে
তাওত সঙ্গীত!
এ জগতে কি নয় সঙ্গীত?

১১

অনন্ত আঁধারে ছিল এ হেন ভুবন যে
তাওত সঙ্গীত!

সেই সে আঁধারে হয় তরল আলোকোদয় ;
জয় ! জয় ! ভুতময় বিশ্বরূপ ভাসিল !
তাওত সঙ্গীত !
বিশ্ব যাবে রসাতল ; আবার মারুত, জল,
রুষিবে প্রলয়ানল, পরস্পরে গ্রাসিবে ;
ব্যোম চিরস্থিত ;
যোগীন্দ্র পুরুষ পাশে সকলি সঙ্গীত রে !
সকলি সঙ্গীত ! !

১২

সংসার সঙ্গীতময়,
নিত্য উঠে তান লয়,
ঋষভ পঞ্চমে সদা সুধাধার ক্ষরিছে ।
বাতুল আমি রে তাই
মহেশের গুণ গাই
ক্ষীণ কণ্ঠ মিলাইয়া ভুবন সংগীতে রে,
প্রাণ মোহে মোহিছে ।

তোমার দয়ায় প্রাণ,
চাহি, করি প্রতিদান ।
এত সুখে তুমি দেব মহী তুমি মেখেছ !
এ রস-রসনে শক্তি দীন জনে দিয়েছ !

—o—

জননীর সন্দেশ।

'উঠ বৎস উঠ' বলি কে ডাকিলা মোরে
দ্বিযাম যামিনী যোগে? শুনি সেই ধ্বনি,
চমকি উঠিল প্রাণ, চাহিনু চকিতে
হেরিনু—(হায় রে! কিবা কব তা এ মুখে?
ভুলিতে কি পারি আমি?)—জননী আমার।
সেই মুখ সেই আঁখি, সকলই সে সব
পুণ্য-প্রেম-বিজড়িত। রহিল চাহিয়া,
কেমন বিভ্রান্ত মন, অনিমিষ আঁখি
মুখপানে; দুনয়নে নেহারি নেহারি
সহসা বহিল ধারা। সুধাইনু ধীরে,
মা আমার! কেন আজি এ মহীমণ্ডলে,
এলে, মা জননী? ওমা! ওমা! হেরি তোমা
ধায় দুনয়নে অশ্রু, নারি নিবারিতে।
কেন আজি এ নিশীথে, কি মনে করিয়া,
দিলে দেখা দীন জনে? স্বর্গসুখমাঝে,
পড়ে কি, মা! মনে তব অভাগা সন্তানে?
ছেড়ে গেছ মাগো তুমি সংসার-কাননে,
ভ্রমি গো একাকী আমি; কণ্টক বিঁধিলে
চরণে, পড়ে গো মনে তোমার সে মুখ

সকরুণ স্নেহভরা ; অমনি গো বেগে,
জেগে উঠে কোটি দুখ অন্তর মাঝারে,
ফাটে বুক ; মা মা ব'লে কাঁদি গো সঘনে ।
কি তোমার নাম মাগো ! জুড়ায় পরাণ,
অনন্ত তাপের মাঝে ! কিবা মধুমাখা !
তৃপ্ত নাহি হল প্রাণ, হৃদয়ের ক্ষোভ
মিটিল না মা বলিয়ে । নামের মাঝারে,
বিরাজ কি, জননী গো, আত্মা স্বরূপিণী ?
শুনিয়া তুলিলা ধীরে—ধীরে, অতি ধীরে,
প্রশান্ত গম্ভীর আঁখি, আজও মনোমাঝে
জাগে রে দুর্দ্দমা স্মৃতি দীপ্তশিখাসমা ।
কহিলেন বাণী, কিবা শুনিনু শ্রবণে
প্রাণ-সঞ্চারিণী ভাষা ; পুত্তলিকা যেন,
শুনিনু বিমূঢ়প্রায় ;
বৎস রে আমার !
অই শুন সুরলোকে পিতৃকুল তব,
সুরগণ সঙ্গে মিলি, মনানন্দে মাতি,
করিছেন জয়ধ্বনি ; মধুর উৎসবে,
মাতোয়ারা । তুমিধন, বিধি-বরে আজি
নবজাত, সমাগত হারাণ মাণিক
হাতে পুনঃ ; তাই এত, পূর্ণানন্দধামে
পূর্ণানন্দ-প্রেম-মত্ত ত্রিদিব-মণ্ডলী

সমাকুল ; এইরূপ হয় রে নিয়ত,
পাপীর জীবন লাভে। কত যে আনন্দ
সুরলোকে, শুভক্ষণে, এলে পাপী ঘরে,
কি আর বর্ণিব তাহা ? এত দিন পরে,
অকূলে হারান ধন ! তোমারে আবার
ফিরিয়া পাইনু ঘরে। কি আর বলিব ?
ইচ্ছা হয় একবার পূর্ব্বদেহ ধরি,
বসি তোমা কোলে করি ; নয়ন-আসারে
তিতি তোমা মনসুখে। হায় রে যখন
কামচারী-মত্ত-মন-মাতঙ্গ-তাড়নে
ছুটিলে উন্মত্তপ্রায়, কত যে কাঁদিনু।
ভুলিনু তা এতদিনে। আজি বিধি-বরে,
চির-অপনীত মম প্রাণের কালিমা,
হইল 'পবিত্র কুল জননী কৃতার্থা।'
বলিতে বলিতে তুলি জয় জয় ধ্বনি
কোথা লুকাইলে ওমা ? উরগো আবার,
মধুর গম্ভীর স্বরে বল বিবরিয়া,
শুনি শিহরিয়া, পুন স্বর্গের সন্দেশ।

সংসার-মরীচিকা।

ভৈরবী—আড়া।

কেন বীণা কাঁদিস রে আর বিষাদে হতাশ্ হইয়ে?
সুখী হবে যদি, চল লোকালয় তেয়াগিয়ে।
বনবিলাসী হইবে,
কোকিল সনে গাইবে,
নিশীর শিশির জলে অশ্রু-জল মিশাইয়ে।
হরিণশিশু ধাইবে,
এক মনে তাই দেখিবে,
জুড়াবে প্রাণ বনফুল হৃদিমূলে রাখিয়ে।
বনদেবী-দ্বারে গিয়ে
প্রেমগুণ গাইয়ে
বঁধুয়ারে মাগি লবে প্রেম-ভিখারী সাজিয়ে।

১

প্রভাতে না শয্যা হ'তে উঠিতে উঠিতে রে
ঘেরি চারিধার,
বালকের মধুহাসে, বালিকার সুধাভাষে,
শিশুর ক্রন্দন রোলে অমৃত সঞ্চার;
অতুল আনন্দে ভাসে হৃদয় আমার।

২

দয়াময়ী, স্নেহময়ী প্রাণের প্রতিমা রে
প্রেয়সী উচ্ছ্বাসে;
আনন্দ-নয়নকোলে, পড়ে আসি ঢ'লে ঢ'লে,

আনন্দ অধর-প্রান্তে, দশন-বিলাসে;
গৃহকর্ম্মে ফিরে, আর মৃদুমধু হাসে।

৩

স্নেহময়ী ভগিনীর স্নেহভরা মুখে রে
কত কথা ভাসে।
কখন সোদর পাশে, কভু বধূসহবাসে,
আহ্লাদে উৎফুল্ল মধুমাখা পরিহাসে।
টিপি টিপি চলে আর পিটি পিটি হাসে।

৪

নিকটে বয়স্থা মাতা মায়া-প্রবাহিনী রে,
কর্ত্তৃত্ব বিধানে;
আলস্য না কাছে আসে, বধূরে অনুজ্ঞা ভাষে,
কভু চাহি নাতি আর নাতিনীর পানে,
সাধের বালিকা-কাল পুন ডেকে আনে।

৫

সন্তানের মুখ চাহি কত কাজে রত রে,
জনক আমার;
দাস দাসী ফুল্ল মনে, আত্মীয় স্বজন গণে,
প্রতিবেশী মণ্ডলীর সাধুব্যবহার
ধ্বনিছে এ কর্ণে মম 'সোণার সংসার'!

৬

সংসার ! এ কি রে বাজে নিরন্তর কাণে রে
মধুর নিক্কণে ?
যেদিকে এ কর্ণ ধায়, এ কি শুনিবারে পায় ?
'সংসার' মধুর নাদ বাজিছে গগনে।
ধ্বনিত সে প্রতিধ্বনি বন উপবনে।

৭

কি শুনে ভুলিলে মন কি দেখে ভুলিলে রে ?
ও যে বিষভরা !
মানবের দম্ভজয়ী, অই মূর্ত্তি মনোময়ী,
না জানি কি মন্ত্রে মুগ্ধ করে মূঢ় ধরা।
এত যে গরল-পূর্ণ তবু মনোহরা !

৮

ও মূরতি দেখি কিবা হইলি বিমূঢ় রে
ও রে মূঢ় মন ?
যে নয়ন ভুলাইল, হৃদয় হরিয়া নিল,
রোমাঞ্চিত বিকসিত করে মুগ্ধজন,
মুগ্ধজনে বলে তারে ভুবনমোহন।

৯

দেখনাকি চারুচন্দ্র ব্যোম-বক্ষস্থলে রে
মধ্যমণিপ্রায়।
হেরিলে নয়নভ'রে কার বা না মন হরে ?

দীনধনী মূর্খজ্ঞানী ভুলায় সবায়।
দূরবাসী কিবা নাহি সুন্দর দেখায়?

১০

দূর হ'তে সংসারের কুহক-সন্ধানে রে
ভুলে সর্ব্বজন,
প্রবেশিলে একবার, ফিরিতে পারে না আর
অনাথ অগতি জীব;—যাতনা ভীষণ!
কি হবে নিস্তার নাই, না হ'লে মরণ।

১১

ভীমবীর্য্য করী, তোরে কি আর বলিব রে
কৌশলই সাধন;
কৌশল সুদূরে থাকি, জ্ঞানী জনে দেয় ফাঁকি;
বীর্য্যবান নতশির, নমে ও চরণ;
নয় কেন বন্দী আজ তব জেতৃগণ?

১২

আশ্চর্য্য! আবার সেই নরকের জীব রে
ঘৃণিত-জীবন,
নির্য্যাতনে নির্য্যন্ত্রিত, মনপ্রাণ নিষ্পেষিত,
তবুরে দুর্ভাগ্য জীব ক'রে তা স্মরণ,
'চাহি না সংসার' নাহি বলে কোন জন।

১৩

অতুল ভুবনজয়ী কোথা সেই বুদ্ধি রে,
কোথায় এখন ?
যে বুদ্ধি সাগরাচলে, যে বুদ্ধি নক্ষত্রদলে,
যে বুদ্ধি এ ভূতগণ করে রে শাসন,
তার গলে আজ কি না সংসারবন্ধন !

১৪

কেন বা সংসারদাস ? কেন বা না রাখে রে
শাসনে সংসারে ?
আপন প্রতিভাবলে, আপন শাসনতলে,
কেন না সংসার পরে প্রভুত্ব প্রচারে ?
বিশ্বজয়ী নর নমে কেন রে তাহারে ?

১৫

আবার নির্লজ্জ লোকে কত প্রলোভনে রে
মোহে অজ্ঞ জনে !
অই ক্রীতদাস সব, করে কত কলরব ;—
'সংসার সমান কিছু নাহি এ ভুবনে'
আবার তারাই মরে সংসার তাড়নে।

১৬

অই পাখী পিঞ্জরেতে আজি ম্রিয়মাণ রে,
নিশ্চল-চরণ ;
বেড়াইত এককালে আকাশে বা বৃক্ষডালে

করিত আপন মনে আহারান্বেষণ ;
জানিত কি হবে তার এমন মরণ ?

১৭

মূঢ়তা, মূঢ়তা বই আর কিছু নয় রে,
ওরে মূঢ় মন !
স্বাধীনে ভ্রমিতেছিলে, কিবা দেখি রে নামিলে ?
এখন পড়িয়া ফাঁদে কাঁদ অকারণ ।
কে আর শুনিবে মূঢ়, তোমার ক্রন্দন ?

১৮

যাদের অমৃতময়ী মূরতি তোমার রে
সুখপ্রস্রবণ,
দুদণ্ড না গত হ'তে, তোমার নয়ন-পথে
ধাইবে প্রবল অশ্রু তাদের কারণ ।
কে বলে সুখের এই সংসার-কানন ?

১৯

উড়িতেছে সুখপাখী তব নেত্রপথে রে
না পার রহিতে ।
ধাইলে পশ্চাতে তার, সেও উড়ি অনিবার,
পশিল গহন বনে, দেখিতে দেখিতে ;
কোথা সে প্রাণের পাখী লুকাল চকিতে ?

২০

অবোধ ! কি দেখ আর অই দেখ নাই রে
সুখ-বিহঙ্গম।
তবুও আশার বাণী অন্তে সুমধুর মানি,
চাহিতেছ প্রতিতরু করি পরিশ্রম।
এ সকল গাছে কোথা পাখী প্রিয়তম ?

২১

পিতা মাতা ভাই বোন বনিতা সন্তান রে
বন্ধু প্রাণসম,
কে দিবে তোমায় সুখ ? কার পানে তোল মুখ ?
দারুণ নিরাশা শেষে বিঁধিবে মরম।
এ সকল গাছে কোথা পাখী প্রিয়তম ?

২২

দুরন্ত এ পশুভূমি, বন বিভীষণ রে
বুঝিবে অচিরে।
এ বন দুরন্ত ঘোর, ধন্য রে প্রতিজ্ঞা তোর
প্রাণ দিবি বনে তবু যাবিনা বাহিরে ;
এখনি অরাতিকুল ফেলিবে যে ঘিরে।

২৩

নূতন জীবন তব ; নবীন উৎসাহে রে
ফুল্ল তব মন।
পিতা মাতা মনে গণি, করিলা ডমরু ধ্বনি,

পাতিলেন জাল, কোথা যাবে, বাছাধন ?
এত দিনে নিলে গলে সাধের বন্ধন।

২৪

বিবাহ ! বিবাহ ! এ কি ভাবিলে না মনে রে—
কর মধু পান !!
গলা জ্বলে বুক জ্বলে, মস্তকে মস্তিষ্ক জ্বলে ;
মর, তবু মুখে গাও তার নাম গান,
হবে তুমি এক জন সংসারীপ্রধান।

২৫

বনিতারূপিণী অই বন্ধনী তোমার রে
যে ভুলাল মন।
আবদ্ধ বিবাহ-জালে ওরে মন এতকালে,
সাধের শিকলে বাঁধা যুগল চরণ।
ছিঁড়িবে কি, ছুঁতে মাত্র নাহি সরে মন।

২৬

বেড়া'তে অতুল দম্ভে নাহি মাত্র ছিল রে
ভীতির সঞ্চার ;
যাই দড়ী গলে দিলে, অমনি রে হারাইলে
উচ্চ মনোবৃত্তি যত ; হইলে অসার ;
মেষের চরিতে এবে মনুষ্য আকার।

২৭

রব না সংসারে ব'লে দুঃখে যদি কর রে
নিঃশ্বাস বর্জ্জন ;
অমনি বলিবে লোকে কেন মর দুঃখ শোকে
যাবে যাও, কারে বল ? কে করে বারণ ?
কে না জানে বেঁধে রাখে কোন্ আকর্ষণ ।

২৮

জিজ্ঞাস উড়ুপগণে, কেন বা ও পথ রে
করিয়ে বর্জ্জন,
নিজ নিজ অভিমতে, নিত্য নব নব পথে,
কেন বা স্বাধীন ভাবে না করে ভ্রমণ ।
কে দেখেছে বেঁধে রাখে কোন্ আকর্ষণ ?

২৯

মাঝে মাঝে হয় ধূমকেতুরও উদয় রে
সংসার গগনে ;
ক্ষণমাত্র শূন্যে থাকি, সকলেরে দিয়া ফাঁকি,
আসি পুনঃ কোথা যায়, জানিবে কেমনে ?
আপন নিয়তি-পথে ভ্রম নিজ মনে ।

৩০

কেমন নিয়তি-চক্র না পার বুঝিতে রে
তুমি অভাজন,
বনিতার পীড়া হ'লে, ভাস রে নয়নজলে ;

পিতা মাতা ভাই বোন সন্তান কারণ,
নিয়ত থাকে রে তব বিচলিত মন।

৩১

কেন পুন তাহাদের করিয়ে দর্শন রে
প্রেমময় মুখ,
উথলিয়ে উঠে হিয়ে, বহে অশ্রু আঁখি দিয়ে,
তাহাদের সুখে সুখ অসুখে অসুখ ;
কোন্ বস্তু দিয়ে বিধি গঠিল এ বুক ?

৩২

সংসার ইহার নাম খেলনা তাহার রে
তুমি অভাজন।
সংসারী তোমার নাম, এইত সংসারে ধাম,
নরাকার মেষ মধ্যে তুমি এক জন।
পরিত্রাণ নাহি তব না হ'লে মরণ।

৩৩

তোমার সংসারে, দেব, তোমাকে ছাড়িয়া
পথহারা হয়ে কাঁদি আঁধারে পড়িয়া।
আঁখির আলোক ! আলো দেখাও আমারে।
পার কর ভবপতি ! ভব-পারাবারে।

জন্মভূমির প্রতি।

লগ্নী—জৎ।

অস্তমিত রবি, কি কাল রজনী
আইল মা তোর ভাগ্যে ও!!—ধুয়া

১

মেঘ উঠিল, ঝটিকা বহিল,
প্রাণ করে দুরু দুরু ও।
ঘোর আঁধারে ঢাকিল মেদিনী;
আতঙ্কে কাঁপে বুক ঊরু ও।

২

চন্দ্রমা ডুবিল, নক্ষত্র নিবিল,
ভয়ঙ্করী একি রজনী ও!
নিশাচর-পাখী উড়ে না উড়ে না;
নিশাচর জীব ডাকে না ও।

৩

খর্পরহস্তা শ্মশান-কালিকে
আকাশে অট্ট অট্ট হাসে ও;
ঘর ঘর গর্জ্জে গভীর হুঙ্কারে;
আতঙ্কে পরাণী শোষে ও।

৪

হায় মা জননী! কি কাল রজনী
তোমার ভাগ্যে অহো ও।

চাহিয়ে মুখ তোর ফাটে যে বুক
ওমা ! ওমা ! মাগো ! ও ।

৫

কি ছিলে তুমি, একি হয়েছ গো ?
নেহারি আঁখি না সম্বরে লো !
প্রাণ চমকে, মুখে না সরে রা
ওমা ! ওমা ! মাগো ! ও ।

৬

তোমার পুণ্যে পবিত্র সংসার ;
কেন মা মুখে আজ কালিমা ও ?
মুদিলে আঁখি মরমে মরিয়ে,
বিষাদ-বিষে জরিয়ে ও ।

৭

* প্রতাপ আদিত্য আদিত্য সমান
আপন গৌরবে ডুবেছে ও ;
কে আর উড়াবে বীর গর্ব্বে মাতি
স্বাধীনতার পতাকা ও !

---

* গুহবংশসম্ভূত যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ কায়স্থ-কুলের শিরোভূষণ ছিলেন। ইহাঁর অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্য কাহারও অবিদিত নাই। বর্ত্তমান যশোহর জেলার প্রধান নগর যশোহর ইহাঁর রাজধানী ছিল না। ইহাঁর রাজধানী বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানার অধীন। এখন ইহার নাম লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

৮

* নাহি কালীনাথ হরিনারায়ণ
পুণ্যকর্ম্মা গুরুপ্রসাদ ও ;
গৌরব-রবি, পুণ্যের ছবি
হায় রে কোথায় লুকায়েছে ও।

৯

† যে দান দেখি বড় চৌধুরী বংশে
হাসিল চন্দ্রমা মিহির ও ;
শ্মশান সমান সে কুল আজি
অহো বিধাতা ! ও ও ও !

---

* মহাত্মা কালীনাথ রায় চৌধুরী গুহবংশের অন্তর্গত টাকীনিবাসী প্রসিদ্ধ মুন্সিবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। নানা গুণে বিভূষিত হইয়া ইনি বঙ্গজ কায়স্থকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইহাঁর সৎকীর্ত্তির কথা এখনও চারিদিকে প্রচারিত রহিয়াছে। ধর্ম্মসংস্কারবিষয়ে ইনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। বারাশত হইতে টাকী পর্য্যন্ত যে সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা ইহাঁরই কীর্ত্তি। অন্য কীর্ত্তি লুপ্ত হইলেও একমাত্র এই রাজবর্ত্মই ইহাঁর নাম চিরস্মরণীয় করিবে। মহাত্মা হরিনারায়ণ ঘোষ টাকীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও বঙ্গজ কায়স্থ। ইনি সাবেক আমলের সুবর্ডিনেট জজের পদে অভিষিক্ত হইয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি দরিদ্রের সহায় ছিলেন। গুরুপ্রসাদ রায় চৌধুরী টাকীর সন্নিকটস্থ সৈদপুর গ্রামে বঙ্গজ কায়স্থকুলে গুহবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

† গুহবংশোদ্ভব কৃষ্ণদাস চৌধুরীর পাঁচ পুত্র হইতে পাঁচটী ধারা উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের ধারা বড় চৌধুরীর বংশ নামে খ্যাত।

১০

* কীর্ত্তি-কুশলা সে জগত্তারা
সরসীতীরে আজ কাঁদে ও ;
সহস্র সোদরা তাঁর জাগে না জাগে না,
মায়ের মুখ পানে চাহে মা ও ।

১১

পুরুষ সকলে হয়েছে পাষাণ
পাপ-রত মোহ-মূঢ় ও ;
এত আর্ত্তনাদ তবু জাগে না জাগে না,
তোর দুখ যাবে মা কিসে ও ।

১২

করুণা-রূপিণী কোমলপ্রাণা
অযুত দুহিতা তোর যে ও ;
তোর কপালে আজ না জানি কি পাপে,
পাষাণে বাঁধিল প্রাণ ও ।

১৩

পাপ-পুরুষ হো হো হাসিছে,
মদিরা নাচিছে বিকট ও ;
কলঙ্কিনী কুল-কামিনী সঙ্গে,
বুকের উপরে তোর বিহরে ও ।

---

* বসুবংশে ইহাঁর জন্ম। ইনি টাকীর প্রসিদ্ধ রামদেব রায় বংশের কুলবধূ ছিলেন। টাকীতে চৌবাড়ীর পুকুর নামে যে সুন্দর পুষ্করিণী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে তাহা ইহাঁরই কীর্ত্তি।

১৪

অনাথ হাহাকারে, বিধবার নিঃশ্বাসে,
ভরিল মা তোর বুক ও ;
দুঃখ দারিদ্র্যে পীড়িল মরম ;
কেমনে সও এত যাতনা ও ।

১৫

ধর্ম্মশীল যারা ভয়বাসি মনে,
পলাইল তোরে ত্যজিয়ে ও ।
কাদের নিয়ে আর জুড়াবে হিয়ে
অহো ভাগ্য তোর ! ও ! ও ! ও !

১৬

সহিষ্ণুতা তোর বলিহারি ও মা !
কাঙালিনী মা আমার ও !
না জানি কি পাপে এ ভোগ তোর মা ;
তোর দুঃখে বিদরে হিয়ে ও ।

১৭

আর সে বসন্ত হাসে না সুহাস,
আর সে চন্দ্রমা হাসে না ও,
সমীর বহে না কীর্ত্তি-কাহিনী,
নির্জ্জীব জড়তা সুধুই ও ।

১৮

ও মা ! ও মা ! কেঁদ না কেঁদ না !
বিধিরে ডাক মা নীরবে ও।
দয়াময় হরি কৃপা করিলে,
যাবে এ দুর্দ্দিন তোর মা ও।

শারদীয় উচ্ছ্বাস।

১

সাধিবারে শরতের অতুল সৌন্দর্য্য রে
বরষার নীর
বহিয়ে অজস্রধারে, কত কত উপচারে,
কবি জন-মনোরমা চারু প্রকৃতির রে
সুন্দর শরীর
সাজায়ে অন্তরে রয়। প্রকৃতির শোভাময়
চারু চাঁদে হাসাইল আনন মহীর।
সরসে শশাঙ্ক-বধূ রোমাঞ্চ-শরীর।

২

পরিষ্কার গগনের শুভ্রোজ্জ্বল কোণে রে
ঊষা সুবদন,
তুলি আঁখি ধীরে ধীরে সানুরাগে ধরণীরে—
ধরণীর সুখ-মুগ্ধ প্রণয়-আনন রে
করে বিলোকন।

ধরিত্রী প্রকৃতিরাণী ঊষা সূর্য্যসোহাগিনী
মিলিলে, কোথায় আছে এদের তুলন,
উগ্রভানু যেই যোগে প্রিয়-দরশন ?

৩

পূর্ব্ব জলনিধি জলে স্নাত-কলেবর রে
পবিত্র তপন ;
ক্ষেমঙ্কর রূপ ধরি বসি যোগাসনোপরি
স্নিগ্ধ তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য মন প্রাণ লয় রে
করিয়ে হরণ।
পবিত্র রুচির মুখ দেখিলে উপজে সুখ
কহ রবি কেন তব লোহিত লোচন ?
নির্জ্জনে নিশীথ-যোগ কর কি সাধন ?

৪

সবে বলে বসন্তেই কূজন-জীবন রে
মোহে বনস্থল ;
কোথা অই বৃক্ষ ডালে, পল্লবের অন্তরালে
লুকায়ে বদনখানি তুলিছে সুতানে রে
সুকণ্ঠ সরল ?
নাই নাই মহী মাঝে, যে ধ্বনি ও বনে বাজে ;
কোকিলেরই কণ্ঠে আছে কোকিল সম্বল।
কে বলে কুরূপ তোমা, বসন্ত-বৎসল ?

৫

সরসে প্রফুল্লমুখী রাজরাজেশ্বরী রে
সুপর্ণা সুন্দরী।
প্রকম্পিত জলদলে, মৃদুল মৃদুল চলে,
ক্ষীণতর লীলারাজী করিয়ে বিস্তার রে,
তরঙ্গ মঞ্জরী।
প্রশান্ত পদ্মিনী তাতে অনিলের অভিঘাতে
মিলাইছে আপনার সৌন্দর্য্য-লহরী।
এ যে শোভা ভাবুকের মনোমুগ্ধকরী!

৬

জলের উপরাকাশে ক্ষুদ্র পতঙ্গম রে
কি গান গাইয়া,
উড়িতে উড়িতে ঢ'লে বসিল কমল-দলে ;
স্বাধীনে উড়িল পুন গায়িয়া গায়িয়া রে
গেল রে উড়িয়া।
কেমন বিধির বরে ক্ষুদ্র কীট সুখে চরে ;
দুরন্ত মনুষ্য দুঃখে রহে রে মরিয়া।
হে মানব! সে কি তুমি প্রভুত্ব পাইয়া?

৭

হবেইত অনিলের সুখ-দর্প-গতি রে
এ সুখ শরতে!

স্মিতমুখী বনফুল উজলি উদ্যানকুল,
যেন কোটি কুল-লক্ষ্মী বরি ঋতুনাথে রে
আনিছে জগতে।
প্রাণদ কুসুম-সার ; পাইরে কণিকা তার
প্রগল্‌ভ পবন ধায় মন্দ মন্দ গতে,
সুরপুর ছাড়ি কেন দুঃখের মরতে ?

৮

হরিত-রঞ্জিত ক্ষেত্র নবীন সৌন্দর্য্যে রে
কিবা শোভা পায় !
শরতের শোভা সাথে বৈদূর্য্য-দামিনী-নাথে
যেন বায়ু বিম্বিয়াছে ধান্য-রঙ্গভূমে রে
নবীন শোভায় ;
দর্পণের আন্দোলনে সদর্পণ ঘনে ঘনে
আন্দোলিত, চমকিত মরীচিমালায়।
হেরিলে এ শোভা প্রাণ কার না জুড়ায়?

৯

দুকূলে হরিত মাঠ মধ্যে চারু শোভে রে
ক্ষীণা তরঙ্গিনী।
লুটিয়ে লুটিয়ে যায়, ঝক্‌মক করে তায়
সুবর্ণ ময়ূখমালে রজত সলিল রে ;—
বেণু-নিনাদিনী,

ললিত ব্রততীখানি, শারদ তটিনী রাণী
স্বঅঙ্গ পূর্ণতা ভরে মন্থরগামিনী।
এই কি, যে রূপে তুমি কবি-উন্মাদিনী ?

১০

নিমগ্ন পুলিন পরে, শাখীর শাখায় রে,
গম্ভীর-দর্শনে,
ক্রৌঞ্চবধূ ক্রৌঞ্চ সনে জললীলা-বিলোকনে,
ভাবুক দম্পতি যেন ভাব-মগ্ন নারে রে
ফিরাতে নয়নে।
তীরান্তরে তীরপ্রায় উড়ে আসে উড়ে যায়,
কেলী-প্রাণ পাখীগুলি কর্ণ-সুখস্বনে।
কে না চাহে দুই দণ্ড দেখিতে নয়নে ?

১১

আর অই সরসীর লহরী-ললিত রে
কাক-চক্ষু জলে,
বেড়িয়ে কমল দলে, বিলোল গমনে চলে
সভাব-মরাল-রাজি করি প্রদক্ষিণ রে
আরাধ্য কমলে ;
কোথা অন্ত কোথা তার, তাই যেন বারবার
অন্বেষণ-পর হংস যায় জলতলে ;
ক্লান্ত, পরাঙ্মুখ হয়ে ভেসে উঠে জলে।

১২

নির্ব্বর্ষ শারদ মেঘ কত ভয়ে ভীত রে
করে এ ভুবন !
মেঘসখী-অভিমুখে মেঘসখা মনসুখে
অসার মেঘের ডাকে ভুলিয়ে দেখায় রে
প্রমোদ-নটন,
মেঘচ্ছবি নিরখিয়ে, পুচ্ছচ্ছবি বিস্তারিয়ে,
প্রতিনাদি জলদের গম্ভীর গর্জ্জন।
হা রে পাখী প্রবঞ্চিত তুই রে এমন !

১৩

নির্ম্মেঘ শারদ নভ কৌমুদী-ভাসিত রে
বিশ্ব-বিমোদন।
কবির কল্পনা-প্রিয়, তাই দিয়ে সুধামিয়,
বাঁচান তৃষিত-প্রাণ চকোর দম্পতি রে
সুকবি সুজন
জল বিনা হা হা ক'রে চাতক-মিথুন মরে
কহ কবি মরিবে যে জলদ-জীবন।
এত দিন কি ব'লে বুঝাবে তার মন ?

১৪

বিচিত্র-বঙ্কিম-গ্রীব-দর্প-বিস্ফুরিত-, রে,
ময়ূর-বরণ,

আসিবে শরত ব'লে, আগে ভাগে নভস্তলে,
সাজায়েছে কত রাগে, মেঘমুক্ত রবি রে
স্বর্গের তোরণ।
শিকরে অরেণু ধরা আজ কত মনোহরা!
চপলা মেঘের বালা হেমাংশু-বদন,
ছুটে এসে দেখে যায় চমকি নয়ন।

১৫

শরতের নদী তুমি তাত আমি জানি রে,
কল-কল্লোলিনী!
কি শোভা দেখাবে ব'লে ভোলা মন এই স্থলে
ভুলায়ে আনিলে, সখি, কই তাহা কই রে
কাম-বিহারিণী!
এত যে সৌন্দর্য্য-ভরা, সরসীই মনোহরা,
অম্ভোরুহ বিনা নদী নহে সুশোভিনী।
তবু গো বিধির সৃষ্টি হৃদয়-হারিণী।

১৬

উদধি-মেখলা মহী রাজরাজেশ্বরী রে
এ সব সম্পদে।
শারদ-বিটপী-গলে, সস্থূম প্রবাল-দলে,
কবির কল্পনাময়ী বিলোল বল্লরী রে
নব পরিচ্ছদে।

ভাবি মনে মনে তাই এ সুচারু লতা নাই,
না জানি সে দেশ মত্ত কোন সুখমদে।
এ সম্পদ ত্যজি কেবা লুব্ধ রাজ পদে?

১৭

দুষ্কণ্ঠক ভেককুল কর্ণ-বিড়ম্বন রে
কুলিষ নিঃস্বনে,—
নিগ্রহী-কলিন্দভীত, দুর্ব্বিবর-লুক্কায়িত,—
মতঙ্গ-নির্ঘোষ সহ, গর্ব্বস্ফীত-গ্রীব রে,
অমত্ত ভুলনে।
অনিন্দ্য কুসুম-হের সুরদ্রুম কদম্বের
কদম্ব লুকাল দেখি লজ্জানত মনে,
শারদ নক্ষত্র-দাম-মণ্ডিত গগনে।

১৮

প্রেরিত শরত যদি রোগ-শোক-দগ্ধ রে
জুড়াতে ভুবনে,
ভুত-ধাত্রী ধরিত্রীর প্রাণ না কি হয় স্থির
না পূজিলে ঋতু-রাজে প্রসন্ন কুসুমে রে—
নানা উপায়নে!
মুখ-কান্তি নিরখিয়ে, কার না জুড়ায় হিয়ে?
শান্তির চামর নিয়ে, সহাস্য বদনে,
দুঃখী জীব গৃহে গৃহে নিরত ভ্রমণে।

১৯

শরৎ, তোমারে দেখি কত ভাবে দোলে রে
হৃদয় আমার ;
যাঁহার নিয়ম মত সুখ দুঃখ ক্রমাগত ;
শ্রান্তি অন্তে বিশ্রামের বিশেষ বিধান রে
ভুবনে প্রচার ;
হেমন্ত শীতের পরে সুবসন্ত ঘরে ঘরে
যাঁহার মঙ্গল গান গায় অনিবার ;
গ্রীষ্ম বর্ষা অন্তে তুমি বিধানে তাঁহার ।

২০

কেন বা দুর্ব্বোধ নরে মস্তিষ্ক আলোড়ি রে
ঘোর অহঙ্কারে,
ভীম বিশ্ব অকস্মাতে, পরমাণু সুসজ্ঞাতে,
স্বজাত, বিধাতাহীন, স্বতঃ-নিয়মিত রে
নির্ভয়ে প্রচারে ?
সুশৃঙ্খল-নিয়মিত, পর্য্যায়তঃ সঞ্চালিত,
প্রতিপদে মহাজ্ঞান ঘেরিয়াছে যারে,
সে বিশ্ব বিধাতাহীন কেমনে প্রচারে ?

সাগরকূলে সন্ধ্যা।

গৌরী—ঝাঁপতাল।

সন্ধ্যারাগে দীপ্যমান ভীম গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জনে,
অধিষ্ঠিত মহারাজ দেবরাজ বীরাসনে।
নরনারী গাও সবে,
থেক না নীরবে,
'জয়দেব জয়দেব' ষড়জ-ঋষভ-স্বনে।
প্রকৃতি ভক্তি-মুখরা
অপূর্ব্ব যোগিনী ধরা
ধ্যায় পরম দেব যোগেশে;
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ-প্রতিমা!
ত্যজ' না নিজ গরিমা,
গাও অনুরাগে তাঁরে—ভবেশ নিরঞ্জনে।

—০—

১

এখনও নিবৃত্ত নহে মার্ত্তণ্ড কিরণ,
সুবর্ণ সরল রেখা করে প্রকটন।
উজলিয়ে গগনের শুভ্র বক্ষস্থল,
শ্রান্ত রবি অন্বেষণ করে অস্তাচল।

২

ঘুরিয়া নগরময় ক্লান্ত কলেবর
চিন্তা আর রবিকরে জীবন কাতর
পদ নাহি চলে আর অবসন্ন প্রাণ
ইচ্ছা মনে জুড়াইতে, দেখি সুখস্থান।

৩

মনোরম সিন্ধুকূলে মনোরম ঠাঁই ;
দূরগত সিন্ধুবাতে ভাবনা বালাই ।
অবসাদে সিন্ধুকূলে পড়িনু বসিয়া ।
স্বভাবের ভাব দেখি উথলিল হিয়া ।

৪

অবিস্পষ্ট শশিলেখা শোভে শিরোপরে
সন্ধ্যার সুবাস বহি আসে বায়ুভরে ।
সুরঞ্জিত কত রাগে গগন-মণ্ডল ।
প্রতিবিম্ব নিয়ে খেলে সাগরের জল ।

৫

প্রসারি প্রবলবক্ষ সিন্ধু সুবিশাল ।
অই দূরে সিন্ধু-যান উড়াইয়ে পা'ল ।
এ ভীম সমুদ্রমূর্ত্তি তুচ্ছজ্ঞান করি,
অই ছুটে বায়ু জিনি ধীবরের তরী ।

৬

পারসীর প্রিয়পুঁথি জেন্দাবেস্তা করে,
আগত পারসীপুঞ্জ প্রান্তর উপরে ।
স্থানে স্থানে বসি সবে সূর্য্যগুণ গায় ।
সানন্দ পারসী-শিশু নাচিয়া বেড়ায় ।

৭

বিরাজে জলধিকূলে সুচারুহাসিনী
পুত্রকন্যা সহিতে পারসী সীমন্তিনী।
কামিনী-কোমলকণ্ঠে, কোকিল-কূজনে,
করে সূর্য্য-গুণগান একতান মনে।

৮

অই রে লোহিত বর্ণ অরুণ-আনন
লোহিত বরণে রঞ্জে পশ্চিম গগন।
পশ্চিম সাগর-জল আরক্ত উজ্জ্বল।
বিহরে সাগর বক্ষে শোভা নিরমল।

৯

উৎকলিকাকুল আঁখি চাহে ভানুপানে,
রোধে প্রতিরোধী রশ্মি চড়িয়ে বিমানে
কেমন চক্ষুর গুণ বুঝিতে না পারি,
কাঁপিতেছে যেন ভানু গগন-বিহারী।

১০

লুক্কায়িত বারিনিধিগর্ভে স্পর্শমণি,
ভীমবলে টানে যথা লোহের তরণী;
জানি না কি মহামন্ত্রে সিন্ধু সরিৎপতি
টানিতে লাগিলা বেগে ভানু অধোগতি

১১

কে বলে একাই দোষী রাহু মহাকায়,
দেখ না কি খেলা আজ জলধি দেখায় ;—
প্রসারিল ভীমমুখ বিষম সাগর,
দেখিতে দেখিতে অই ডুবিল ভাস্কর।

১২

এই ছিল গগনের উচ্চ সিংহাসনে,
চকিতে লুকাল কোথা আঁধারি গগনে !
একবার আঁখি তুলি দেখিল অম্বর,
এই ছিল কোথা গেল মহান ভাস্কর !

১৩

কাঁদিয়া উঠিল কাক শোকে বায়ু-কোলে।
বাজিল বিজয়নাদ জলধি-কল্লোলে।
প্রকৃতি-পুলকে হাসে আকাশের চাঁদ।
কতই মধুর ক্ষুদ্র পতঙ্গনিনাদ।

১৪

নামিল সুন্দরী শান্তি স্নিগ্ধ মহীপানে।
অপূর্ব্ব মাধুর্য্য হাসে চড়িয়ে বিমানে।
প্রফুল্ল গগন-শোভা আনন্দ উৎসবে।
এমন সৌন্দর্য্য কেবা দেখিয়াছে কবে ?

১৫

এমন সুন্দর শোভা দেখে নাই কেউ ।
অই রে আনন্দে নাচে সাগরের ঢেউ ।
নাচে রে তরণীমালা কণ্ঠের উপরে ।
কিশোভা ! কিশোভা ! আহা মন প্রাণ হরে

১৬

এ আর নূতন কান্তি জোয়ারের জলে !
কি শোভা বিহরে মরি শুভ্র ফেনদলে !
কি শোভা বিহরে অই তরঙ্গের স্তরে !
যে দেখিল সে রহিল বিমুগ্ধ অন্তরে ।

১৭

আর তায় ফেনরাশি আদরিণী প্রায়,
গড়িল প্রেমের মল তরণীর পায় ;
দুলিল সাধের মালা সিন্ধু-উপকূলে ;
নাচে চারু ধুকধুকী সিন্ধুহৃদিমূলে ।

১৮

বসিল সুন্দরী শান্তি স্বর্ণসিংহাসনে ।
প্রকটে মাধুরী কত কাদম্বিনীগণে !
এ শোভা না হেরি গেহে রহে কোনজন ?
এ হেন প্রান্তরভূমি জনতা-সদন ।

১৯

অই দূরে দাঁড়াইয়ে মহারাষ্ট্র ধীর।
পরিষ্কৃত সুবসনে মণ্ডিত শরীর,
প্রশস্ত ললাট খানি, শিরসে উষ্ণীষ,
সুচারু আনন, চক্ষে চঞ্চল নিমিষ।

২০

মন্দগামী সদাগর টাট্টু আরোহণে,
করিছে বিতণ্ডা কত দালালের সনে;
এক হাতে কড়িয়ালি শাসে অশ্বতর,
আর হাতে পূর্ণ জমা-খরচের ঘর।

২১

আর কারা?—পর্টুগিজ কামিনী মণ্ডলী।
কৃষ্ণঅঙ্গে চমকিছে কণক বিজলী।
দোলাইয়ে পীন কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠহার,
কার সাজে, কিবা বেশে এতই ঠ্যাকার?

২২

আর তুমি কে সুন্দরী অশ্ব আরোহণে,
হাসিতেছ পতি সনে আনন্দ-বদনে?
আদরের আদরিণী স্বামী কণ্ঠমালা,
সে তুমি না বীরনারী ব্রিটানিয়া বালা?

২৩

তুল'না তুল'না আর ওরূপ তুলনা ;
শশাঙ্কলাঞ্ছিনী অই ভারত ললনা ।
বিনা আর্য্য রমণীর শ্রীমুখ মণ্ডল,
আর কিবা পবিত্রতা-উপমার স্থল ?

২৪

দলে দলে তর্করঙ্গে অনঙ্গা-প্রসঙ্গে,
পড়ুয়ার গণ ভাসে কৌতুক তরঙ্গে ।
নবীন প্রমত্ত মন, নবীন উৎসাহে,
সহজে ভাসিয়ে যায় ভাবের প্রবাহে ।

২৫

অই দূরে বাজে বাঁশী বাষ্পীয় শকটে
দেখিতে দেখিতে অই আসিল নিকটে ।
এ বায়ু-সমুদ্র মন্থি কাঁপায়ে গগন
বরদার ক্ষুদ্র রেল দিল দরশন ।

২৬

ঘোটকের ক্ষুরনাদ, শকটের রোল,
উঠিল গগনপথে মহা গণ্ডগোল ।
অসংখ্য আরোহীগণ ষ্টেশনে নামিয়া,
যায় পদে অশ্বে আর শকটে চাপিয়া ।

২৭

সিন্ধুকূলে মাঠ এই, সমীর-সেবনে,
দলে দলে আসিতেছে কত শত জনে।
গৌরাঙ্গ পুরুষ যায় অশ্ব আরোহিয়া
দুর্ভাগ্য দেশীয় যায় চরণে চাপিয়া।

২৮

মহাতীর্থ সাগরের ক্ষার-পুত জলে,
নামিয়া সন্ন্যাসী অই বীজ মন্ত্র বলে।
কূলে সহচরগণ করে আয়োজন,
দিবেন ঠাকুর উঠি বদনে ওদন।

২৯

আবার নিক্ষেপি আঁখি দেখিনু চাহিয়া,
অনন্ত মহান সিন্ধু বক্ষ বিস্তারিয়া।
অনন্ত—অপার—দৃষ্টি নাহি পায় কূল;
কি আশ্চর্য্য জলনিধি সাগর অতুল!

৩০

সম্মুখে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র শুভ্র সুবসনে
বিতরে কতই শোভা ভাবুক নয়নে;
বালুকার ক্ষুদ্র মূর্ত্তি পবিত্রতাময়ী;
কি জানি, কেমনে হয় ভুবন-বিজয়ী।

৩১

অই জ্বলে রত্নমালা শৈল-কণ্ঠহারে;
দূর হ'তে কি সুন্দর দেখায় তাহারে!
হাসিতেছে রাজপথ বাষ্পীয় আলোকে;
ভুলিতে কি পারে সেই যে দেখেছে চ'খে?

৩২

বালকিশোরের * অই ইন্দ্রপুরীমাঝে,
ইন্দ্রসম শ্বেতকায় আনন্দে বিরাজে।
সুখমুগ্ধ ভবনের বাসগৃহ হ'তে,
কি সুন্দর জ্যোতি চমকিছে দৃষ্টিপথে।

৩৩

অদূরে নগর-প্রান্তে দ্বীপ কোলাবায়,
আশ্চর্য্য আলোক স্তম্ভ অই দেখা যায়।
অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে ক্ষমা নাহি তায়;
ক্ষণেক জ্বলিয়া উঠে পুনঃ নিবে যায়।

৩৪

ক্ষণে হয় ক্ষীণ-কায় ক্ষণে হয় স্থূল;
দেখি অন্ধকারে পথভ্রান্ত তরীকুল
সহজে চিনিয়া লয় পথ আপনার,
নহিলে কে তরীকুল করিত নিস্তার?

---

* বোম্বাই নগরস্থ ইংরাজদিগের পল্লী।

৩৫

কেতুমি ও গগনের কোণে লুকাইয়া
কি দেখ ও ক্ষুদ্র মুখখানি প্রকাশিয়া ?
তুমি রে মঙ্গল তারা নিশাদূতী সই,
আয় তোর কাছে দুট মন কথা কই।

৩৬

আর তুমি কে সুন্দরী সে ছবি লইয়া
সমীরণ সনে নাচ, বুকে লুকাইয়া ?
অপ্সরী-লহরী-লীলা জলধি-হৃদয়ে,
কে দেখিবি আয় তোরা ত্বরান্বিত হ'য়ে

৩৭

উড়ায়ে অঞ্চল, দশ দিক্ মুগ্ধ করি,
যেয়োনা যেয়োনা, ওগো উল্কাসুন্দরী !
দাঁড়াও এ প্রাণ ভ'রে দেখি একবার
অই তব মধুময় মাধুরী-ভাণ্ডার।

৩৮

তুমি না জোছনা, দেব-দিবাকর-বালা ?
জনমিলে বাড়াইতে কুমুদের জ্বালা।
বল কেবা আছে হেন ভুবন ভিতরে,
মুগ্ধ হয় রূপবতী সপত্নীর স্বরে ?

৩৯

তুমি রে আনন্দময়ী অরুণ-নন্দিনী।
ভুবন ভুলাও রূপে ভুবনমোহিনী।
বিচিত্র এ নারীজাতি বিধাতার মায়া,
নয় কেন সুধাময়ী তপনতনয়া ?

৪০

কমনীয় মুখ তব কোমল প্রকৃতি।
জুড়া'তে তাপিত প্রাণ কে শিখাল নীতি ?
সুশীলা সন্তাপহরা, প্রেম-সুবন্ধনে
কে দিল গাঁথিয়া তোমা শশাঙ্কের সনে ?

৪১

আর তুমি মানময়ী বিরহিণী প্রায়,
সিংহাসন ছাড়ি কেন গাছের তলায় ?
কহ রে কি দুঃখে, ছায়া, মুদিয়ে নয়ন,
ধূলায় লুটাও ঝাঁপি বিষণ্ণ বদন ?

৪২

কাল চাঁদ বুকে নিয়ে কাল সরমারে,
কাল ব'লে ঘৃণা বুঝি করেছে তোমারে ?
রুদ্রমুখে না ডরান নাহিক কোথাও ;
শান্তিময়ী ছায়া ! তাই ধূলায় লুটাও।

৪৩

অই রে অর্ণবপোতে মৃত্তিকার তেলে,
কে দিয়েছে স্ফটিকের চারুদীপ জ্বে'লে
জানালার পথে শিখা সতেজে ছুটিয়া,
কি সুন্দর চ'লে যায় আঁখি চমকিয়া।

৪৪

রাঁধে রে পথিক অই মাঠ মধ্য খানে,
তিন খানি ইষ্টকের উনুন বিধানে।
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ, পিয়াসে আতুর,
স্বহস্ত-প্রস্তুত অন্ন কতই মধুর !

৪৫

অই রে উঠিল কেঁদে নীড়ে বিহগিনী
তাড়না করিছে বুঝি দারুণা যামিনী।
দিবা নাই আর কেবা তরাইবে ভয়ে,
কাঁদে রে বিহঙ্গ-বধূ নিরুপায় হয়ে।

৪৬

আর তুমি সুধা-আশী চকোর-বণিতা।
হইয়াছ চাঁদ পেয়ে কতই মুদিতা।
মনসাধে চাঁদ নিয়ে করিছ বিহার ;
অদূরে ভগিনী তব করে হাহাকার।

৪৭

সুখ-স্নিগ্ধ গগনের বক্ষস্থল দিয়া
তুই একখানি মেঘ উড়িয়া উড়িয়া
চন্দ্রমার মুখ ঢাকি আশা বিনাশিয়া,
কতই তামাসা করে চকোরিণী নিয়া।

৪৮

লুকা'য়ে মেঘের আড়ে সুচারু আনন,
চকোরিণী-ভাব চাঁদ করে পরীক্ষণ।
পাগলিনী দেখি মেঘ গেল গো সরিয়া ;
তা দেখি অই রে চাঁদ উঠিল হাসিয়া।

৪৯

মরি মরি কি সুন্দর চিক্কণ কিরণে,
চমকিছে মেঘমালা বিবিধ বরণে।
সোহাগে সুনমি শ্যাম সুন্দর আনন,
সুন্দরী লহরী মুখ করে রে চুম্বন।

৫০

এ হেন সুন্দর ভূমি হইল আঁধার ;
অই দূরে ধূধূ করে অকুল পাঁথার ;
নিজ নিজ বাসে গেল জীবজন্তুগণ ;
এ হেন কৌমুদী-নিশা আঁধার-ভবন।

৫১

দেখিতে দেখিতে নিশা হইল গভীর।
অই অই নিশা-পাখী উল্লংঘিল শির।
কে সুর-সুন্দরী তুমি জুড়াও শরীর?
শীতলতে! তাপিতের প্রাণ যে অস্থির!!

৫২

আবার কাঁদে রে প্রাণ নিজ ভাগ্য স্মরিয়া।
হায় রে জুড়াব আমি আর কোথা যাইয়া?
এ হেন সুন্দর স্থান কতই অমৃত পান
করিল এ জগতের জীবগণ আসিয়া;
অভাগার প্রাণ সুধু রহে রে চমকিয়া।
দয়াময়! দাও স্থান চরণে আমায়।
পাপীর জ্বলন্ত প্রাণ আর কে জুড়ায়?

প্রীতি।

১

সময়েতে ফুটেছিল ফুল অপরূপ রে
প্রীতি নাম তার ;
স্বর্গীয় মাধুর্য্য মাখা, স্বর্গীয় বরণে ঢাকা,
স্বর্গীয় সুগন্ধে করে পাগল সংসার,
হৃদয় কাননে ছিল ফুল-কুল-সার।

২

ভাতিলে গগন-ভালে রক্ত-রাগ রবি রে
সোণার বরণ,
ফুটে শতদল জলে, সূর্য্যমুখী মহীতলে,
সোনার কুসুমগুলি উজলি কানন ;
ফুটেছিল প্রীতি হেরি প্রণয়ের ধন।

৩

ভাবের হিল্লোলে দোলে চারু প্রীতি ফুল রে-
মারুত প্রবাহে ;
অকলঙ্ক লজ্জা ভরে, অপূর্ব্ব মাধুরী ক্ষরে—
চকিত হিমানীবিন্দু- মুক্তাফল তাহে ;
ধীরে অঙ্গ দোলাইয়া ধীরে চক্ষু চাহে।

৪

বক্ষ তার মধু ভরা স্নিগ্ধ তার গন্ধ রে
নহে দূর-ব্যাপী।
বিনীত সৌন্দর্য্য-ভার, বিনীত সম্পদ তার,
হেরিলে হিংসায় মরে কে হেন সন্তাপী ?
তার প্রেম বিলপিবে কেবা সে প্রলাপী ?

৫

অই অর্দ্ধবিভাসিত, পত্রদল মাঝে রে
শোভে অনুপম
গোলাপ সৌন্দর্য্য মাখা, অন্তরে সুরভি রাখা,
সোহাগে বলিবে বল ফুল প্রিয়তম ;
কিন্তু কভু নয় নয় প্রীতি ফুল সম।

৬

কেমনে ? ছিল যে তার অকণ্টক দেহ রে
চারু প্রীতি ফুল ;
গোলাপের কোমলতা, গোলাপের মধুরতা,
নির্ম্মধু গোলাপ গন্ধ নহে তার তুল।
কমলে কণ্টক বিধি বিঁধিল আমূল।

৭

কি জানি কেমনে তায় প্রীতি সঞ্চারিলে রে
হৃদয়-উদ্যান,

স্বর্গীয় উদ্যান সম ধরে শোভা নিরুপম ;
অনিন্দ্য সুষমা চারু কাড়ি নিল প্রাণ।
ছিল না-এ ভূমণ্ডলে হৃদয় সমান।

৮

জনমিবে প্রীতি ব'লে আকাশের নীর রে
বর্ষে নাই নীর ;
অবোধ, বুঝিতে নারি কেমনে সঞ্চারি বারি
কোমল হৃদয়-ভূমি প্রসূতী প্রীতির
উৎপাদিল প্রীতিধন গৌরব মহীর।

৯

ঘৃণা রাগ দ্বেষ হিংসা কণ্টকীর কুল রে
লুকাইল সব ;
প্রসন্ন গগনতলে প্রসন্ন মারুত-বলে
অঙ্কুরিল হৃদয়ের অতুল বিভব।
অমর ভুবনে উঠে জয় জয় রব।

১০

দেখিতে উন্নতমুখী পদ্ম সূর্য্যমুখী রে
প্রিয় স্বামী ধন ;
দেখি প্রিয় পতি মুখ, অন্তরে অনন্ত সুখ,
ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা বালা ; নত সু-আনন।
তুলে নাই আর প্রীতি লাজে সে নয়ন।

১১

দেখি নাই রূপ, তবু চায় প্রাণ, বলি রে
সোনার বরণ ;
কে জানে কি রূপ তার তবু সে সৌন্দর্য্যভার
প্রাণ মন আঁখি নিল করিয়ে হরণ।
নিরাকার রূপ বুঝি ভুবনমোহন।

১১

শুনেছ কি ফুলকুল-নদী-গিরি-বন রে
কত কথা কয় ?
শুনেছ কি, প্রীতি ফুল প্রাণ করি সমাকুল,
মধুর নিনাদে মধু ঢালে প্রাণময় ?
কে বলে সুতন্ত্রী নাদে সুখ অতিশয় ?

১২

দেখি সে অরূপ রূপ ভয়সঙ্কুচিত রে,
লুব্ধক ভ্রমর ;
সু অঙ্গে বসিতে যায়, পাছে সে কোমল কায়,
হেলায় ব্যথিত হয় অমনি অন্তর।
এ সুঅঙ্গে ব্যথা দিতে কে নহে কাতর ?

১৩

কি সুধা এ প্রীতি-ফুলে সঞ্চিলেন বিধি রে
না পারি বুঝিতে

রসনা-অস্পৃশ্য-ধন   দূর হতে আস্বাদন—
পার ত অতুল সুখ   পারিবে লভিতে।
অক্ষয় ভাণ্ডার হেন   কি আছে মহীতে?

১৪

ধ'রে কি মোহিনী শক্তি প্রীতি অবতীর্ণ রে,
কাড়ে প্রাণ মন।
ন আত্মীয় ন আপন   দেখি নাই সে কেমন;
(প্রীতি ফুল রসে দৃষ্টি কিবা সুচিকণ!!)
বর মালা দিয়ে গলে সঁপিনু জীবন।

১৫

কে তুমি পরের প্রাণ?   কেন তব তরে গো
আকুল এ প্রাণ?
চাই সদা কাছে থাকি,   চাই রে নয়নে রাখি,
বিরহের পরে প্রাণে কর শান্তিদান।
পেলে তোমা তুচ্ছ কেন শোণিতের টান?

১৬

কে না জানে কি দারুণ জঠর-যন্ত্রণা রে
কে না তায় জানে?
যাই সুতে কোলে পাই   সকলই ভুলিয়ে যাই;
যে দেয় যাতনা তারে গেঁথে রাখি প্রাণে।
কেন রে অতুল সুখ চাহি তার পানে?

১৭

স্পর্শমণি-গুণ প্রীতি পেলে কার ঠাঁই রে

ভাবি তাই মনে ;

দূরে থাকে প্রিয় জন প্রীতি করে আকর্ষণ ;

লুকালে তপন, পদ্ম হারায় জীবনে,

প্রীতি সম কোথায় সে বাঁচে আকর্ষণে ?

১৮

পতি শোকে পদ্মিনীর মত প্রীতি কভু রে

ত্যজে না জীবন ।

শ্রীচরণ ধ্যান করি কাটে দিবা-বিভাবরী

অনাথিনী উন্মাদিনী ; বিরস বদন ।

কেন পতি পেলে তবে নমে রে নয়ন ?

১৯

প্রিয়জন-অদর্শনে প্রীতি পাগলিনী রে

তাতেও সুন্দর !

কভু তার শূন্য আঁখি ; কভু রে নীরব থাকি

কভু বা প্রলাপ প্রীতি গায় নিরন্তর ।

এলোকেশী নাচে কভু করি বায়ু ভর ।

২০

কভু প্রীতি উদাসিনী তাতেও সুন্দর রে

অতি মনোরম ।

কেবা বন্ধু প্রিয়জন ? কার তরে আকিঞ্চন ?
তবু প্রীতি পর লাগি ভাবে রে বিষম।
ইচ্ছা করি নাহি করে হৃদয়-সংযম।

২১

উদারতাময়ী প্রীতি বিশ্বময় তার রে
প্রণয়-বিস্তার।
নাহি মান অভিমান সমান কি অসমান,
সবারই প্রণয়ে প্রীতি দেয় রে সাঁতার !
কি দিয়ে গঠিল বিধি তনু খানি তার !

২২

কত যে মধুর ভাবে সতত নেহারি রে
ভাসে গুণময়ী।
এ ধন লইলে বুকে, কেবা সে বঞ্চিত সুখে ?
প্রীতির পবিত্র নাম ভুবন-বিজয়ী।
বুকে রেখে নাহি হয় কে তার প্রণয়ী ?

২৩

এত গুণময়ী প্রীতি এত যে সুন্দর রে,
প্রীতি নাহি জানে।
রূপ-গুণ-ফল তার, পরে দিয়ে উপহার,
সুখী করে পরপ্রাণ শৈশব অজ্ঞানে।
এমন সরলা বালা আছে কোন খানে ?

২৪

কেমন বিধির ইচ্ছা নতুবা বিজনে রে
কেন হেন ফুল ?
নরচক্ষু নাহি যায়, আলো না প্রবেশে তায়,
সামান্য এ গন্ধবহ না করে আকুল ;
তবু প্রীতি স্বপ্রকাশ মহিমা অতুল !

২৫

কে আছে এ ভূমণ্ডলে প্রীতি সহ প্রেম রে
না করে স্থাপন ?
যোগীর হৃদয় ধন, সংসারীর প্রিয়ধন,
অবনীর ইন্দ্রজালময় আকর্ষণ !
প্রীতি বিনা সিদ্ধ হয়, কিবা সে সাধন ?

২৬

না বুঝি অবোধ নরে বাহিরের ফুলে রে
করে কি সাধন ?
প্রীতি হীন যোগধ্যান প্রীতি বিনা গুণ-গান
প্রীতিহীন দেবার্চ্চনা নিশার স্বপন।
থাকে প্রীতি, আর ফুলে কোন প্রয়োজন ?

২৭

পাপীর সৌভাগ্যে প্রীতি বসুধা-বাসিনী রে
করিতে নিস্তার ;

নর নারী অভাজন   পাপমগ্ন অনুক্ষণ
প্রতি পদে পাপী, তাই প্রীতির সঞ্চার।
নর প্রতি প্রেম কত প্রীতি-বিধাতার !

২৮

সৃষ্টির বিধাতা বদ্ধ আপন ইচ্ছায় রে
যার প্রেম-ডোরে ;
সে কি রে সামান্য ধন ?   তারে করি অযতন,
অভাগা এখন আমি কাঁদি দোরে দোরে ;
কে আর করিবে দয়া দোষদুষ্ট মোরে ?

২৯

হায় রে অকালে মোর কোথা গেল প্রীতি রে ?
আমি ধূর্ত্ত খল।
হৃদয় যে শুকাইল, তাই প্রীতি লুকাইল।
এবে হাহাকার কিন্তু চক্ষে নাই জল !
দূর হ, নারকী, চাও স্বর্গের সম্বল ?

সরোজের প্রতি ইন্দু।

বিভাষ—ঠুংরি।

হরি, শ্রীচরণে দাও হে স্থান অধম আমায় ;
তোমা ছেড়ে প্রাণসখা যাব হে কোথায় ?
ওহে— সংসার মরুমাঝে
কত ব্যথা বুকে বাজে
কি আর জানাব তোমায় হে ;
প্রাণ-জ্বালায় জ্বলি,
লাজ ভয়ে জলাঞ্জলি
দিয়ে ফিরি পাগলের প্রায় হে।
ওহে— আত্মীয় স্বজন গণে,
দেখি সবে প্রাণপণে,
ডুবাইতে চায় হে আমায় হে,
মোহের জাল পাতি
ব'সে আছে দিবারাতি
ভুলাইছে কত ছলনায় হে।
ওহে—শান্তি-নিকেতন,
জুড়াও হে জীবন,
বাঁচি না বাঁচি না এ জ্বালায় হে ;
জুড়াও তাপিত হিয়ে,
প্রাণ মন সঁপিয়ে
থাকি বাঁধা অভয় পায় হে। (প্রাণের দায়)

১

কে বলে রে সরোজিনী সরসেই হাসে রে
বিকসি আনন ?
তবে কেন শতদল ত্যজিয়ে অমল জল
মৃণালবাসিনী করে স্থলে বিচরণ ?
কেন রে ত্যজিল বালা মৃণাল আসন ?

২

কেন রে উন্নতমুখী সূর্য্য-ভিখারিণী রে
আজি এ ভূতলে ?
বিনোদ-গম্ভীর হাসি শত শশী সুপ্রকাশি
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে গঞ্জি রতন উজ্জ্বলে,
বিন্যাসি চরণ চারু ধীরে ধীরে চলে।

৩

সরোজ ! কি দুঃখে বল ত্যজিয়ে সরসী রে
এসেছ এখানে ?
নবনী তোমার কায় বারিও নবনী প্রায়,
তা ছাড়ি এখানে আসিয়াছ কোন্ টানে ?
কি দোষ দেখিলে তুমি বিধির বিধানে ?

৪

কি ব'লে দাঁড়াব কাছে ; কাঁপালে হৃদয় রে
দর্প করি চূর।

ইচ্ছা হয় কথা কই, আবার সাহসী নই;
আবার সাহসে বুক করে দুর দুর।
কেন এ সামান্য ভাব এতই মধুর!

৫

হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখে আপনার রে
লাজে ম'রে রই।
বিদ্যার পরীক্ষা ল'য়ে ইচ্ছা, বুঝি এ হৃদয়ে,
চরণের যোগ্য তব হই কি না হই;
মনের সে সাধ মম পূর্ণ হল কই?

৬

বড়ই অবোধ লোক; কত কথা কয় রে
দেখিয়ে তোমায়।
বিনিয়ে মধুর স্বরে কত যে তামাসা করে
কত যে মনের ভাব বিদ্রুপে জানায়।
বিষম হইল দেখি বিবাহের দায়।

৭

বুঝে না কেমনে হবে, অঘটন ঘটা রে
হয় কি কখন?
ভানু-ভিখারিণী তুমি, ভানুই সোহাগ-ভূমি
একমাত্র ভানু তব বাসনার ধন;
ইন্দু কোথা পাবে তোমা করিলে যতন?

৮

অসাধ্য সাধন এ যে, অসাধ্য সাধন রে,
অসাধ্য সাধন।
হইবার নয় যাহা, কেমনে সাধিব তাহা ?
অক্ষম পুরুষ আমি অতি অভাজন,
ক্ষীণালোকে ফুটে কোথা সরোজিনী ধন ?

৯

মিছে আশা দেয় লোক, মিছে কথা কয় রে
মিছে কাজে মরে।
সাধনে হয় না যাহা, সহজে কে পায় তাহা ?
বুঝেও না বুঝে লোক তবু ছল ধরে ;
পড়িলাম দেখি এ যে বিষম সমরে !

১০

না, না, আর ভাবিব না এ সব ভাবনা গো
অসার ভাবনা।
পরিতাপ পাই পাছে, যার ধন তার কাছে
যাও গো অমৃতময়ী সরসীশোভনা।
বাড়ায়োনা অভাগার আর এ যাতনা।
যাও যাও ফুল্লমুখী যেখানে হইবে সুখী
পুণ্য গুণে অলঙ্কৃত কর এ সংসার।
করুন শ্রীভগবান কল্যাণ তোমার।

কল্পনা।

১

অপরূপ সরোবর স্নিগ্ধ সুশীতল ;
তায় বিকসিত চারু হৃদয়কমল ;
অযোনি-সম্ভবা সমাসীনা তদুপরি
বিধাতৃ-মানসী-কন্যা কল্পনাসুন্দরী।

২

রূপ নাই, রূপে তবু করে ঢল ঢল ;
স্বর্গের সৌরভে পূর্ণ অবনীমণ্ডল।
উজ্জ্বল কোমল কান্তি স্নিগ্ধ চিরদিন ;
আপনা আপনি পূর্ণ কলঙ্ক-বিহীন।

৩

শিশুমুখে হাসি নয় কামিনীর স্বর ;
বিদ্যুতের কান্তি নয় নীল জলধর ;
পদ্মের গরিমা নয় কুসুমের বাস ;
এ আর কি গুণে করে মানস-বিকাস।

৪

কেবা বুঝে বিধাতার সৃজন-কৌশল ?
নয় ত পঙ্কজ কেন সোনার কমল ?
মলিন দুর্গন্ধময় মানব-অন্তরে,
ত্রিদিববাসিনী বল কি সুখে বিহরে ?

৫

মানবের গৃহে বাস, অমানুষী তার
রীতি নীতি ব্যবহার আচার বিচার।
অদ্ভুত দেখিয়ে তারে নিরবাক হই ;
পাগলিনী বলি তারে তাই আমি কই !

৬

অলোক-গম্ভীর তার গম্ভীর মূরতি।
অলোক-সামান্য কাজে ঘোর তার রতি
আপনার প্রকৃতির চির অনুগত।
আপনার ভাবে মুগ্ধ আপনি নিয়ত।

৭

আজনম স্বাধীনতা একমাত্র সই।
আজনম নাহি জানে স্বাধীনতা বই।
তাই নাহি বিকাইল পরিণয়-পদে ;
অনূঢ়া রহিবে পণ সম্পদে বিপদে।

৮

বালিকার সরলতা অপাঙ্গ-বিলাসে ;
চাঁদের মাধুর্য্য তার সুধাময় হাসে ;
দেবতার পবিত্রতা লোকে চমৎকার।
কল্পনা-চরিত্র চারু রহস্যভাণ্ডার।

৯

বাল্যলীলা বালিকার বয়সে কি যায় ?
কল্পনা নিমগ্না আরও বালিকা লীলায়।
ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে মনের মতন।
পুলকিত যত পায় নূতন নূতন।

১০

সংসারের সব কাজে সর্ব্বদা শিথিল ;
শরীরের প্রতি নাই যত্ন এক তিল।
দিবানিশী এক মনে জিলে গায় গান।
কি জানি কি রসে দেয় ভাসাইয়া প্রাণ।

১১

সংসারের সঙ্গে নাই গতি ব্যবহার।
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছারঙ্গে করয়ে বিহার।
অহো ! কিবা অলৌকিক শক্তিযোগে যোগী !
ব্যোম-বিহারিণী অই কল্পনা বিহগী !

১২

হৃদাসনে বিরাজিত এই, আর নাই।
কল্পনা, কল্পনা বলি খুঁজিয়া বেড়াই।
দেখি বনে দাঁড়াইয়ে ফুল লয়ে করে,
কি দেখিছে সেই জানে তাহার ভিতরে।

১৩

অই চারু হিমাদ্রির উচ্চতম শিরে,
উন্মুখী জোছনা যথা আসি ধীরে ধীরে,
কৌতুকে আদর্শ-বিম্বে দেখে নিজমুখ ;
দেখিতে কল্পনা তায় কতই উৎসুক !

১৪

দৃষ্টির অসহ্য যথা মরু ভয়ঙ্কর,
কুটিলাবালুকারাশি সতত প্রখর,
তথা গিয়ে করে খেলা কল্পনা বাতুল ;
মরীচিকা-রঙ্গ দেখি হাসিয়া আকুল ।

১৫

অথবা দেখিয়ে প্রতিযোগী দিবাকর,
পাতিয়ে বিচিত্র ধনু হয় অগ্রসর ;
আবার সে ধনু রাখি গরজে গভীর,
দিক চাপি ধায় যথা মেঘ মহাবীর ;

১৬

তা দেখি কুটিল হাসি হাসি সৌদামিনী,
হেথা সেথা ঘুরে ফিরে বিচিত্রগামিনী ;
যথা এই সকলের বিষম সংবাদ,
তার মাঝে কল্পনার কতই আহ্লাদ ।

১৭

কিবা প্রীতি মাঠে তার, কানন ভ্রমণে ;
কিবা প্রীতি তটিনীর নীর নিরীক্ষণে ;
কিবা প্রীতি অন্তরীক্ষে নক্ষত্র গণিয়া,
কিবা প্রীতি চাঁদ পানে চাহিয়া হাসিয়া !

১৮

দিকব্যাপী জলদে কি দেখে নাক কেউ ?
ইচ্ছা সুখে খেলে নে কে জলধির ঢেউ ?
ঝঞ্ঝাবাতে কে উল্লাসে নাচিয়া বেড়ায় ?
আমোদে কে ক্ষণপ্রভা ধরিবারে ধায় ?

১৯

বিহগীর কুল নাকি পুতুল তাহার !
মাঠের গোবৎস নাকি সঙ্গী খেলিবার !
কমলে ভ্রমর গায়, চাহে এক তানে।
বল্লরী-বিহারী তরু দেখে এক প্রাণে।

২০

কোকিলের কণ্ঠে বাজে কিবা সে বাদন,
হইয়ে উৎকর্ণ তাই শুনে একমন।
জলের কল্লোলে ভাসে আনন্দ-পাঁথারে।
ভাবি তাই কি দিয়ে গঠেছে বিধি তারে

২১

কাকের কর্কশ গানে কর্ণে বাজে কাঠ;
অবাক দেখিয়ে হই কল্পনার ঠাট;
যেন কি অপূর্ব্ব রসে ডুবায়েছে মন,
যেন কি অদ্ভুত লোকে করেছে গমন।

২২

সংসার-বনের চারু বিহঙ্গিনীচয়
যথা ব'সে পরস্পরে মন-কথা কয়;
দেখিনা ত তাকে কভু তাহাদের সনে;
একাকিনী কল্পনার বসতি বিজনে।

২৩

যোগিনী ত নয়—কই যোগে তার মন?
আপনার প্রীতি-রসে আপনি মগন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার চিন্তার বিষয়;
লীলাময়ী কল্পনার সব লীলাময়।

২৪

বিদ্যা বা ধনের কাছে ন্যূনতা স্বীকার—
কল্পনার উচ্চমনে স্থান নাহি তার।
ধন-মান-জ্ঞান-বিদ্যা কল্পনার পাশে,
সদা লালায়িত তার সুখসহবাসে।

২৫

কল্পনার সঙ্গী যেই সুখী সেই জন।
কল্পনার ব্যবহার অমৃতবর্ষণ।
কল্পনা-হৃদয়-নিধি সুধার আধার।
হেন সহবাসে সুখ নাহি হয় কার?

২৬

মিষ্ট কথা কল্পনার মত কারু নাই।
কল্পনা-রসনে বর্ষে অমিয় সদাই।
মধু মাখা মুখ যার, সুধা মাখা বুক,
এ ধনে রাখিতে হৃদে কাহার অসুখ?

২৭

উৎসবে আনন্দ সতী বিষাদে সান্ত্বনা।
রণে বনে চিরদিন সঙ্গিনী কল্পনা।
সম্পদে বিকার নাই দারিদ্র্যে বিষাদ;
এ হেন কল্পনা-লাভে কাহার অসাধ?

২৮

এত গুণ না থাকিলে, অয়ি রে কল্পনে!
পর দুঃখে অশ্রুজল কেন ও নয়নে?
দীনদরিদ্রের গৃহে কেন তব বাস?
দুঃখার্ত্ত শোকার্ত্তে কেন প্রণয়-প্রকাশ?

২৯

মঞ্জুভাষী কল্পনার বিরহীর কানে
কোন্ কথা ? মন্ত্রমুগ্ধ কর কোন্ গানে ?
উচ্ছ্বসে "উদ্ভ্রান্তপ্রেম" বল কার গুণে ?
মগ্না মমোময়ী কীর্ত্তি কার কথা শুনে ?

৩০

পাঠাইয়ে দূরে নাথে দিন গ'ণে, গ'ণে,
বিরহ-বিধুরা বাঁচে কাহার সান্ত্বনে ?
আত্মীয় স্বজন ত্যজি কেন গো বলনা,
কল্পনার সনে এত নির্জ্জন-জল্পনা ?

৩১

জননীর কানে তুমি কত খানা গাও।
আশার জননী হ'য়ে জনকে জুড়াও।
শিশু মনে কত রঙ্গে কর রে বিহার।
একি রে কল্পনা তব লীলা চমৎকার !

৩২

শিশু তুমি চির দিন, শিশু তুমি নও ;
যৌবনে যুবতী নও। সার কথা কও,
কে তুমি ?-একিরে! তব তুলনাই নাই ?
কি শিশু, কি যুবা বৃদ্ধ, প্রণয়ী সবাই ?

৩১

কি স্বপ্ন রে সর্ব্বনাশী ; দিবানিশি নাই,
উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে মম দেখাও সদাই ?
একবার পাই যদি ছায়া তুমি যাঁর—
থাক্‌রে মনের কথা থাকরে আমার ।
সতত চকিত প্রাণ, দুঃখে সদা ম্রিয়মাণ,
কি কাজ ও উচ্চ আশে ? থাকরে আমার ;
এ মনের দ্বার আমি খুলিব না আর ।

কোকিল ।

১

এ ঘোর নিশীথে কেন কাঁদিয়ে উঠিলি রে
উহু উহু বলি ?
পাখী রে কি দুখে, বল, কাঁদাইয়ে বনস্থল,
কাঁদিস্ এমন ক'রে ? কি জ্বালায় জ্বলি,
কাঁদিয়ে, ডাকিয়ে পাগলের পারা হলি ?

২

তুইও কি আমার মত প্রাণের জ্বালায় রে
জ্বলিস্ সদাই ?
তোর ও করুণ স্বরে, প্রাণ যে কেমন করে,
উথলে লুকান শোক, বল কোথা যাই ?
চুপ কর্, ওরে পাখী, আর কাজ নাই ।

৩

চুপ কর্, চুপ কর্, কাঁদিয়ে ডাকিয়ে রে
কাঁদালি আমায়।
আয় মোর কাছে আয়, বল পখী কি জ্বালায়,
এ রেতে এমন করে, কাঁদ উভরায়;
কি তোর প্রাণের জ্বালা বল রে আমায়।

৪

সরল সংসার, আহা, নিশীথের জ্বালা ত
কিছুই না জানে;
সমস্ত দিবস পরে, শ্রান্ত-ক্লান্ত কলেবরে
ঘুমায়; কি জানে জ্বালা দুধে ধোয়া প্রাণে?
কেঁদ না, জাগিবে তোর শোক-গাঁথা-গানে।

৫

আহা মরি! অই চাঁদ অই তারা গুলি রে
আজ কত হাসে!!
তোর ও শোকের গানে, যে বিষাদ ঢালে প্রাণে;
লুকাবে ও হাসি-মুখ শোকের উচ্ছ্বাসে।
বিষাদ আনিস্ না রে সুখের আবাসে।

৬

আহা, অমরাত্মাগুলি এহেন সময় রে,
আছে বুঝি ধ্যানে।

যে ক'রে কাঁদিস তুই, আকাশের পথ ছুঁই,
ও তোর করুণ স্বর পশিবে পরাণে ;
ভাঙ্গিবে সমাধি তোর বিষাদের গানে।

৭

অই দেখ কোথায় নিভৃত স্থল পেয়ে রে,
প্রাণের জ্বালায়,
অনিল ঘুমায়ে ছিল; তোর ডাকে সে জাগিল ;
সখা সখা বলি দেখ, ছুটে গো কোথায়,
ঘুম-চখে ঢুলে ঢুলে পাগলের প্রায়।

৮

কাদম্বিনী জাগি অই এলোথেলো প্রায় রে,
পিছে পিছে ধাই,
ঘুমাইয়ে ছিল কোথা, মনে কি পড়িল কথা,
অমনি ছুটিল আর দেখা শুনা নাই।
কার তরে হল এরা পাগল সবাই ?

৯

কূলবধূ শুক তারা সুবেশ বিন্যাসি রে
উঁকি দিয়ে চায়!
বাহিরিল ধীরে ধীরে, বারেক না চায় ফিরে ;
কার তরে এত রেতে কোথাকারে যায় ?
আহা ! মুখ ম্লান হবে নাহি পেলে তায়।

১০

কি ডাক ডাকিস্ তুই, জাগিল সবাই যে
একে, একে, একে।
ঢেলে দিয়াছিস্ যেন পরাণ, ডাকিস হেন ;
বিষাদ ঢালিস্ প্রাণে কেন ডেকে ডেকে ?
হু হু কি করে রে প্রাণ তোর থেকে থেকে ?

১১

কি ডাক ডাকিস্ তুই ডাকিয়ে ডাকিয়ে রে
হইলি পাগল
পাখী রে পাগল বিনে, কে বল পাগল চিনে ?
তাই রে কবির প্রাণ শুনেই বিকল।
আপনি পাগল তুই করিলি পাগল।

১২

প্রাণস্পর্শী স্বর তোর অতি প্রাণস্পর্শী রে,
পরশ-পাথর।
তোর ডাক শুনি শুনি, মনে মনে কত গণি,
কি তরঙ্গ তুলে দিস্ প্রাণের ভিতর—
চমকে হৃদয়, অঙ্গ কাঁপে থর থর।

১৩

রূপ খানি কাল তোর প্রাণ ভরা আলো রে
তাই এত গাও !

এক কথা তোরে বলি, ডাকিস যদি রে জ্বলি,
জ্বালাতেও সুখ এত নাহিক কোথাও ;
কাঁদিয়ে এ সুখ পাখী কেন রে খোয়াও ?

১৪

বিরহের সুখ যাহা বিরহী না হ'লে রে
জানে কোন্ জন ?
প্রাণের নিভৃত স্তরে, বিরহ যতন ক'রে,
স্থাপে যে মূরতি, আর কোথায় তেমন ?
জমাট রূপের রাশি কেবলই তখন।

১৫

লোকালয়ে মুখ আর বুঝি দেখাইতে রে
নাহি চাহে প্রাণ ;
তাই রে লুকায়ে থাক, আড়ালে লুকায়ে ডাক,
লুকায়ে লুকায়ে গাও ; তাই তোর গান
উদাস করে রে আরও উদাসীর প্রাণ।

১৬

ছিলি ত লুকায়ে, পুনঃ এলি, কেন এলি রে
এত দিন পরে ?
কি আশা পেলি রে বল ; ভাসাইলি বনস্থল
কাঁদিয়ে কেন রে তবে ? কোন্ লাজভরে,
চাহিলে, চকিত আঁখি ছল ছল করে ?

১৭

যে তোর প্রাণের জ্বালা জানি তাত জানি রে,
অই দুখে জ্বলি ;
পুড়ে সদা অন্তস্তল, কি করি আমায় বল,
গুমুরে' গুমুরে' ফেটে যায় বক্ষ স্থলি ;
দুহাতে দুপাশ ধরি সহি তা সকলি ।

১৮

পাখী রে, লইয়ে তোরে, হেন ইচ্ছা হয় রে,
চলে যাই বনে ।
শৈলরাজ-পাদমূলে, পুণ্য শৈলনদীকুলে,
পাষাণ শয়নে শুনি, মুদিয়া নয়নে,
অন্তিমে সখার নাম তোমার বদনে ।

১৯

হায় মোর প্রাণসখা এমন করিয়ে গো
গেলে কোথাকারে
চাহি সখা সখা বলি অন্তরীক্ষ বনস্থলী
কোথায় লুকালে ফেলি আমায় আঁধারে ?
কেমনে বাঁচি গো সখা ছাড়িয়ে তোমারে ?

—প্রেম-বৈরাগী ।

মরণ-সঙ্গীত।

লগ্নী—যৎ।

শোক-দহনে দহিছে হৃদয়,
আয় মা, আয় মা, মা গো ও!

১

কাল-সাগরে তুলিছ নিয়ত,
লীলাময়ী চারু লহরী ও;
একটি তরঙ্গ আশার হিল্লোলে
উঠিল, ভাসিল, ডুবিল ও।

২

ক্ষুদ্র মূরতিখানি লভিয়ে জনম,
নবীন উদ্যমে ছুটিল ও।
দূর দূর দেশে বাড়িতে বাড়িতে,
একেবারে আজ বিলীন ও।

৩

কোথা সেই আশা যাহার উচ্ছ্বাসে
ঘোর সমাকুল হৃদয় ও?
দিবার উদ্যমে নিশা জাগরণে
নিবৃত্তি নহিল যাহার ও।

৪

কোথা সেই দম্ভ, ব্যোমস্পর্শী শির,
কারও কাছে নমিল না ঘৃণায় ও ?
বিশাল সংসার নয়নের কোণে
ধূলির সমান হেরিল ও ।

৫

কোথা সে প্রভুত্ব, যার লাভ তরে
বিপর্য্যস্ত ব্যোম মেদিনী ও ?
দুর্ল্লভ জীবন হেলায় সঁপিলা
জীবন-মহাযাগ ভুলিলা ও ।

৬

কোথা সে ভবন, প্রিয় পরিজন,
সম্পদ, সে মান-সম্ভ্রম ও ?
একটি তৃণতরে সঁপিতেন প্রাণ,
আজি কেন বিরাগ সকলে ও ?

৭

সুগুণ-গরিমা প্রকাশ তরে,
প্রাণের কালিমা ঢাকিতে ও,
নাহি সে প্রবৃত্তি বিশ্বজয়োন্মুখী ;
অহো ! এ কি পরিবর্ত্তন ও ?

৮

সুযশ-কাহিনী কুযশ-ঘোষণা
কার্য্য-নিয়ন্ত্রী আর নহে ও।
জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ তরে,
নাহি সে উৎকট আয়াস ও।

৯

আশু সুখে মজি, লোক-ভয়ে ডরি
প্রেমের ভয় তোর ভুলিলা ও।
মৃত্যুর কথা, ভবিষ্য বারতা,
দূরে দূরে সব রাখিলা ও।

১০

জ্ঞান-গরিমা, অপার বাসনা,
অহো! এ লোক তরে নিবিল ও
কি কাজ সুখে, কি ভয় দুঃখে,
বিচল নহে প্রাণ কিছুতে ও।

১১

থাকিল সংসার, থাকিল বাসনা,
শেষে কায়া শ্মশানে থাকিল ও।
সব ফুরাইল; রহিল যাহারা
বিচ্ছেদে হা হা করে ও।

১২

বিরস বদন যাদের, হেরিলে
দেখিত নয়নে আঁধার ও ;
এত আর্ত্তনাদে এখন সে হিয়ে
ভিজে না, গলে না, এ কি ও !

১৩

জীবন-স্বপন কেমনে ভাঙিলে গো ?
পাষাণে জল-রেখা শুকালে ও ।
ঘোর এ নিয়তি মৃত্যুর বিধান
জীবের ভাগ্যে ! ও ! ও ! ও !

১৪

এক মুহূর্ত্তে একি বৈরাগ্য
শিখাইলে ওমা, তারে ও !
বাম হইল যাই ফিরিল না আর
মোদের রোদন সার ও ।

১৫

যার যতনে তাপ না জানি
শান্তি লভিনু যে বুকে ও ;
ভাবনা না জানি ভয় পাশরিনু,
আজ কোথা সে বুক, ও মা, ও ?

১৬

রবি শশী নিরখি উথলে সাগর,
পরশ ছুটে দেখি ধ্রুবে ও ;
যার শ্রীমুখ দেখি উথলিত হিয়ে
কই, মা, সে মুখ এখন ও ?

১৭

স্নেহের ত্রুটি দেখিলে যার
ফাটিত নয়ন মানে ও ;
আজি তার স্থানে এক-বিষাদে
অন্তর বাহির পূরিত ও !

১৮

ভবের বন্ধন সব ত কাটিল সে
প্রেম-বন্ধন কৈ কাটিল ও !
আজি তার তরে, গমন-পারে,
ছুটিছে পরাণ কেন ও ?

১৯

এ কি সম্বন্ধ স্থাপিলে, জননী,
ইহলোকে পরলোকে ও ?
তার চরণ চিন্ ধরিয়ে ধরিয়ে
পরপারে যাব খুঁজিয়ে ও ।

২০

অনন্ত লোকে শান্তির সুখে
কেমনে বিহরে দেখিব ও।
হৃদয় ভরিব আঁখি জুড়াইব
পুণ্যের সুষমা নিরখি ও।

২১

বিগত ভাবিয়ে জ্বালি 'তাপানল,
আশু তোর নিদেশ শিরে ও,
ভাবীভাবনা কবে জুড়াব
মা তোর মধুমাখা কোলে ও।

২২

যাও তবে শোক, স্বার্থপরতা,
জ্ঞানগর্ব্ব, সুখ-পিয়াসা ও;
পৃথিবীর যশ চাহি না চাহি না
তার পাশে নিও, মা, কোলে ও

সরোজের দেহ-ত্যাগ।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

দিবানিশী দেখি তোমায় বড় সাধ মনে।
তোমারে দেখিবার তরে
প্রাণ যে কেমন করে
না দেখিলে আঁখি ঝরে, (ও) তা সহ কেমনে ?
কুসুমে কি ভালবাস ?
চাঁদে বুঝি ভালবাস ;
(আর) আমার মুখ বিরস, (ও) তা দেখ কেমনে ?
লুকাবে, লুকাও তুমি ;
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে আমি
মরিব, দেখিব তুমি তা দেখ কেমনে ?

১

যেয়ো না যেয়ো না বঁধু কাঁদায়ে এরূপে গো
ভাসায়ে আমারে ;
জান তোমা না দেখিলে, আঁধার দেখি গো তিলে;
কেমনে নিদয় হয়ে ফেলি এ আঁধারে
পলা'লে, মরি যে এবে বিরহ [illegible]।

২

এমন করিবে যদি বল তবে কেন গো
ভোর নাহি হ'তে,
বাড়ায়ে সোনার করে, দাসীর চিবুক ধ'রে,
হানালে ; ফুটালে মোরে মজাতে এমতে ?
এসেছিলে এ লীলা দেখাতে এ জগতে ?

৩

কিবা আছে এ সংসারে ? কার তরে ধরি গো
এ পাপ জীবন ?
নয়নের মণি তুমি, আমার সর্ব্বস্ব তুমি,
তুমি মম সুখ দুঃখ, জীবন মরণ।
তোমার বিহনে দাসী বাঁচে কতক্ষণ ?

৪

ঘোমটা তুলিয়া দেখিলাম একবার গো
যাই তব মুখ,
একবার, একবার না ফিরিল আঁখি আর ;
এ প্রাণ বিকায়ে পায়ে লভিলাম সুখ।
কেন পরিণামে, সখা, দিলে প্রাণে দুখ ?

৫

দেখেই ও মুখ তব সুখের সাগরে গো
দিলাম সাঁতার ;

ভাঙ্গিল স্বপন-সুখ কি ব'লে দেখাব মুখ ?
রবিহীন প্রাণ আমি রাখিব না আর।
দাঁড়ায়ে দেখ গো মরে সরোজ তোমার।

* * * *

৬

ধন্য তুমি দেববালা, ধন্য তব প্রেম গো
মোহিলে পরাণ।
মম প্রেম-মরকত সখি রে, তোমার মত,
গেল যে কোথায় ছাড়ি না পাই সন্ধান ;
তবু ত গেল না সই এ পাপ পরাণ।

৭

বুঝিনু তোমার মত এ দগ্ধ হৃদয়ে গো
নাহি প্রেমধন ;
আশার ছলনে সই দিবানিশী ম'রে রই
হা ধিক ! হা ধিক মোরে ! কোন্ প্রয়োজন
এ বাঁচনে ?—হয় প্রেম, নয়ত মরণ !!

৮

কোথা র'লে এ কণ্ঠের শতেশ্বরী হার !
দেখা দিয়ে, হরি, প্রাণ রাখ গো আমার।
—প্রেমবৈরাগী।

প্রতিপদের চন্দ্র

আলেয়া—আড়া।

কি দেখি তোর মুখে রে চাঁদ, প্রাণ ভরা প্রিয়চ্ছবি,
তাই তোরে ডাকি আয় না, হৃদয়-রাজ্যের রাজা হবি
যত দেখি তত চাই,
পিয়াসার শান্তি নাই,
কি সুধা মাথায়ে বিধি তোরে গঠেছিল রে;
অন্তরে অন্তরে থেকে,
আশা নাহি মিটে দেখে,
প্রাণে পূরে রেখে দিব আর কোথা পলাইবি?

ঢাকিয়ে রূপের ডালি,
চোর-বেশে কেন এলি,
ইন্দু রে আমার?
গগনের কোণে থাকি,
ইন্দ্রজাল-সুধা মাখি,
ঢাকিয়ে অসিত বাসে মুখ সুধাধার,
কি ব'লে হাসিস তুই, হাঁ ইন্দু আবার?

২

বড়ই নিঠুর তুই ;
সারা নিশা নাহি শুই
আমি তোর তরে।
বল কা'ল কোথা ছিলে ?
আমারে কি পাশরিলে
কেমনে পাশরি ছিলে ? দোর দিয়ে ঘরে,
পাষাণ ! একাকী আমি কাঁদি তোর তরে।

৩

তোর মুখ না দেখিলে,
আঁধার দেখি যে তিলে,
বুঝনা ত তাহা।
সুধুই কি আমি অতি ?
দিদি বসুমতী সতী
সারারাত কেঁদে বুক ভাসাইল আহা !
কুসুম আঁধারে ফুটে করে আহা ! আহা !

৪

সিন্ধুরও শোকের সিন্ধু
উথলিয়ে উঠি, ইন্দু,
ভাসালে ধরায়।

ধরা নিজ জ্বালা ভুলে',
সিন্ধুরে করিয়ে কোলে,
গলা ধ'রে ভাই-বোনে করে হায়! হায়!
দোঁহে বায়ু, আঁখি মুছি, চামর ঢুলায়।

৫

আর
বনস্থলী ?—অভিমানে
আঁধারে ঢাকি বয়ানে
কাঁদিল কতই ;
গুমুরে' গুমুরে' মরে,
ফুল-ভূষা করে ধ'রে,
দারুণ মানিনী, ছুড়ে ফেলে দিল অই।
তোর তরে সারা সব, সুধু আমি নই।

৬

দেখ্ ইন্দু তোর তরে
সবাই এমনি করে
কেন বল্ তাই।
দয়া কি হয় না তোর ?
দয়া কোথা জানে চোর ?
রে পাষাণ! বল কাল কা'র লাগ পাই,
ভুলে ছিলি, একেবারে মনে পড়ে নাই ?

৭

তোর মুখ না দেখিলে
মোরা যে দেখি রে তিলে
ভুবন আঁধার
অতুল সৌন্দর্য্য-ভরা,
অই ঢল্ ঢল্ করা
মুখ খানি কিসে বল্ হই রে বিসার ?
ও যে প্রাণ-ভরাচ্ছবি সুধার আধার।

৮

কিবা তোর মধু হাসি
পরাণে পশিয়ে আসি
হুরে দুঃখ-ভার
ভুলি তা কেমনে বল্ ?
মনে হলে, ছল ছল
আঁখি যে মানে না মোর, ইন্দু রে আমার
কিছুতেই ঘুচে না যে আঁখির আঁধার।

৯

কি মন্ত্র পড়িয়ে তুই
অলক্ষ্যে ঢালিস্ তুই
মধু কর-ধারা।

তোর ও কিরণ মাখি
কেন রে বনের পাখী
সারারাত উহু উহু ক'রে হয় সারা।
সাধে কিরে হই আমি পাগলের পারা!

১০

যেখানে বিরাজ তুমি,
হয় সে উৎসব-ভূমি
মধুরিমাময়।
জোছনা বিলা'স্ রঙ্গে;
জোছনা মাখিয়ে অঙ্গে
যে ভাব-লহরী ছুটে মম প্রাণ ময়;
কেমনে ভুলিব তাহা বল্ রে নিদয়?

১১

কা'ল ছিলি না রে ব'লে,
তারা কুল দলে দলে
এসে নভস্তল।
ডুবে তোর সুপ্রকাশে
যে সুখে তাহারা ভাসে
সে সুখ তো ছেড়ে আর কোথা পাবে বল্?
বিধবার কুল যেন করে জ্বল্ জ্বল্।

১২

শুভক্ষণে দিলি দীক্ষা
সয় খুব, করি শিক্ষা,
সহিষ্ণুতা, ধরা !
প্রতি দিন উকি দিয়ে
যা'স্ তুই পলাইয়ে
তৃষা না মিটিতে ক্রূর করিস্ যে ত্বরা,
ধৈর্য্য নাই, অদর্শনে জেন্তে হই মরা।

১৩

কি হবে সে কথা তুলি
প্রকৃতির দ্বার খুলি
বসিস যখন,
শুনে তোর উপাসনা
বল্ বল্ কোন্ জনা
না পেয়ে প্রাণেশে নাহি করে রে ক্রন্দন ?
পেলেও আনন্দে নাহি কাঁদে কোন্ জন ?

১৪

বুঝিলি ত না কিছুই
বড়ই নির্ম্মম তুই
তাহাতে মায়াবী ;

দেখি তোর মুখ-রাগ
মনে নাহি থাকে রাগ,
তাই বুঝি ভেবেছিস্ নিয়ত জ্বালাবি ?
প্রাণে পূরে রেখে দিব, প্রতিফল পাবি ।

১৫

যেমন মনিব শঠ তুইও তেমন ।
সে মোর কোথায় গেল করি জ্বালাতন ?
মন মোর চুরি ক'রে
পলা'ল এমন করে
কোথা সে প্রাণের সখা পেলে দরশন
প্রেমের নিগড়ে তারে করিব বন্ধন ।

—প্রেম-বৈরাগী ।

ভুবনেশ্বরের দরবার ।

বেহাগ—একতালা ।

সকলই তোমার চমৎকার !
তারা চন্দ্রমা জ্যোৎস্না প্রকাশিবে কিবা মহিমা
কি দিবে সীমা ?
এক তোমার ভানুর কিরণ
উজলে অযুত অযুত ভুবন
দেয় প্রাণ প্রতিভা সম্পদ জীব তরু লতিকায় ।

এক তোমার ভাষার বীজ নিহিত মানব-হৃদয়ে,
অনন্ত কণ্ঠে অনন্ত বিকাশ দেখিতে দেখিতে অবাক্!
এক গগন-গরভ-ধাবিত
অযুত অযুত লোক ;
এক লোক কোটি কোটি জীব-তরু-লতা-নিবাস ;
কূটস্থ এক তুমি অণু-অণু সব ভেদিয়া
যোগাইছ যার প্রয়োজন যত ভাবিতে ভাবিতে অবাক্।

শুভক্ষণে মনসুখে একাদশী দিনে,
পদ্মাসনে সমাসীন শৈলেন্দ্র-শেখরে,
গভীর সমাধি-মগ্ন বিভাবনা-বলে
একান্ত হৃদয় মম। চারি দিক্ যেন,
মৃত্যুপতি-পদাঙ্কিত, ঘোর নিশা-শেষে,
রোগীর প্রকোষ্ঠ যথা, স্তিমিত গম্ভীর।
শ্মশান-বৈরাগ্য-ধৃত, বিশাল-বিস্তৃত,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ধাম। ধ্যান-মাত্র-প্রাণা,
স্বভাব-যোগিনী জাগে প্রকৃতি সুন্দরী
পরমেশ-প্রাণময়ী। শোভা নিরখিয়া
দূরবনে শোকে বন-কপোতী কাঁদিয়া
করে রে আকুল প্রাণ, অবিরত ধারে,
ঢালে রে বিষাদ প্রাণে। ঘোর সন্তাড়নে,
অত্যুগ্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি দৃঢ়-নিপীড়িত,

প্রগ্রহ-তাড়িত প্রায় ; উদ্যম-বিজিতা
প্রবৃত্তি আনত-মুখী, মন্ত্রমুগ্ধ যেন,
লোল-জিহ্বা ভুজঙ্গিনী শীর্ণ-তেজোময়ী ;
জাগ্রত বাসনাগুলি সুনিদ্রিত আজি
সমাধির শান্তি-কোলে ; মায়া তিরোহিতা ;
কিবা কুহেলিকা-জিত চকিত সংসার
দূরগত, তমো যথা অরুণ-উদয়ে ।
ঘোর ঘন-ঘটা-বিদ্ধ অমানিশা মাঝে
দীপিলে অটল যথা জ্বালাময়ী রূপে
নিশ্চলন্তী সৌদামিনী সাজে অপরূপ,
তেমতি স্ফূরিল জ্যোতি, উদ্দাম ঝলসে,
সহসা অন্তরাকাশে । নেহারি সে শোভা
ভাবাবেশে মুগ্ধ-মতি রহিনু চমকি
বিচেতন জড়প্রায় । হায় রে চকিতে,
ইন্দ্রজাল-মুগ্ধ-প্রাণে অজস্র বাহিল,
গিরি-তরঙ্গিণী-বেগে প্রবল উচ্ছ্বাসে
অযুত অমৃত নদী ; মোহিল পরাণ !
নব সাজে নব বেশে, নেত্র-পথে আজি
নবীন-মূরতি ধর ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলী ।
ত্রিদিব-সুন্দরী সন্ধ্যা বিমানবাহিনী,
স্বগণ-সঙ্গিনী, রঙ্গে, সুমোহন সাজে

উরিলা ধরণী-ধামে। এ শুভ সময়ে,
যোগ-নিমীলিত-নেত্র, মহাযোগে মাতি
মগ্ন ভানু মহেশের মহিমা-সাগরে।
প্রাণাবেশে মহাপ্রাণা প্রকৃতি সুন্দরী,
প্রেম-উন্মাদিনী সতী, গাহিলা মধুর,
যোগেশের যশোগান। মধুরতা সখী,
শান্তির সোহাগসুখে পূর্ণ-প্রাণা আজি
নামিলা ধরায় ধীরে ; ধীরে—অতি ধীরে—
মধুর—মধুরতর, নিঃশব্দ-সঞ্চারে
পিযূষ ঢালিলা প্রাণে ; হায় রে আবেশে
অবশ, বিবশ অঙ্গ, বিমোহিত প্রাণ।
অই মণি-কাঞ্চনাভা শোভাগরবিণী
সুরূপা সন্ধ্যার তারা! দেবদূতী তুমি,
কি সংবাদ, অয়ি শুভে! শিরোধার্য্য করি
সমুদিতা ব্যোমপথে? আসিছে রজনী;
ভুবনের সিংহাসনে ভুবনের পতি
সমাসীন; তাই কি রে বহ সুসন্দেশ
দেবতার ঘরে ঘরে? দেখিতে দেখিতে,
আইল ছুটিয়া লঘু, সম্বর্দ্ধন তরে,
শ্রান্তিহরা শশিপ্রিয়া সর্ব্বরী সুন্দরী
সুরবধূ। সখীগণ পারে কি থাকিতে?

কাঞ্চন-জড়িত-কম-কৌষেয়-বসনা,
লোচনানন্দদায়িনী, দিব্য শোভাময়ী,
তারাকুল, সভাসনে, ভুবনালো করি
রঙ্গে রাজে একে একে ঃ—
আইল অশ্বিনী
ভরণী ভগিনী সঙ্গে, বৈদ্যকুল-মণি
পুত্রগণে সাথে করি ; কৃত্তিকা সুন্দরী
গরবিণী পুত্রধনে ; বলাই-জননী
রোহিণী ; শীতের মাঝে পুষ্যা প্রিয়তরা ;
মৃত্যু সহোদরা মঘা ; ফুল-বাস-রমা,
ফুল-মালা-বিভূষণা, সুরভি-বিহ্বলা
যমজা ফল্গুনী সখী ; সুবেশধারিণী
পিকগীতি-পাগলিনী, মদোন্মত্ত-প্রাণা
সুমনোহারিণী চিত্রা ; উগ্ররূপা, ভীমা,
বিলাস-গর্ব্বিণী, তীব্র-ভ্রূকুটি-ভীষণা
কোপনা কঠোরা জ্যেষ্ঠা ; জীবের জননী
আষাঢ়া করুণাময়ী ; রোগ-শোক-শীর্ণা
অভাগী শ্রবণা সখী নেত্রাসার-সারা,
জীবদুঃখে ; ভাদ্রপদ ভাসাইয়া নীরে
গগনমেদিনী ! আরও, কত যে আইল
কে করিবে সংখ্যা তার ?

ছুটে রাশি চক্রে
নিতান্ত নিরীহ মেষ ; ধাইল পশ্চাতে
বৃষভ সারিয়ে শৃঙ্গ ; মিথুন-দম্পতি
অভিরাম ; বজ্রদংষ্ট্র কর্কট ; মৃগেন্দ্র
বিভোর আপন তেজে ; কন্যা মনোরমা ;
বণিক-তনয় তুলা ; কুটীল বৃশ্চিক ;
সুতেজস্বী মহেশ্বাস ; প্রখর মকর ;
কুম্ভবহ মনোহর ; মীন মৃদু চারু ।
কর পদ প্রসারিয়া তীক্ষ্ণ দ্যুতিমান
সে কাল পুরুষ ছুটে ; ছুটিল মঙ্গল
দিব্য রক্তাম্বরধর ; বুধ শশিসুত
ইলার প্রণয়-ধন বিরহ-বিধুর ;
বৃহস্পতি মতিমান ; শুক্রাচার্য্য ধীর ;
মহারুদ্র সৈংহিকেয় মুণ্ডমালা গলে
ভয়ঙ্কর শনৈশ্চর ; নয়নাভিরাম
পুচ্ছধর ধূমকেতু ; খর ঋক্ষযুগ ;
হরি-গত-প্রাণ ধ্রুব, অটল অচল
স্থির-মতি ; দীন-বেশ সপ্তর্ষিমণ্ডল
চাহে যেন লুকাইতে, অতুল বিনয়ে
ভস্মাবৃত বহ্নিপ্রায় ; মনোরম সাজে
মনোরম ছায়া-পথে কত যে দেখিনু,

নাহি নাহি সংখ্যা তার। দেব-আত্মা সবে
মুনিজন-মনোহর অরূপ-সৌন্দর্য্যে
আলোকিলা সভাতল ; অনন্ত-প্রসবা
বিষণ্ণা বসুধারাণী আবরি আঁধারে
শ্রীমুখ ; ননদী-সখী, উত্তাপ-ভগিনী
জ্যোৎস্না বুঝায় কত, গাঢ় আলিঙ্গনে,
সুধা-নিঃস্যন্দিনী বাণী বরষি সতত।
পরম ভিখারী তুমি, সুধাংশু, আপনি,
কি সুখ, যাচিয়া, দানে ? বিচিত্র চরিত্র,
বিচিত্র বিলাস তব ! বিশ্বপতি-বরে,
চির-উদারতাময় মহাপ্রাণ তব
অক্ষয় অমৃত-খনি ; তাই ও পরশে
অনলও অমৃত হয়, তাই ও পরশে
জুড়ায় তাপিত প্রাণ। বহে রাজাদেশ
করঙ্ক-বাহিনী বালা উলুকা সুন্দরী ;
উড়ায়ে অঞ্চল, রূপে ভুবন ভাসা'য়ে,
ছুটে লঘু দিশি দিশি। সেবে অবিরত
জীবের জীবন বায়ু সভাসদগণে।
সবারে আপনি প্রভা মনোহর সাজে
সাজাইছে নিজ হাতে ; রূপের ছটায়
ঝলসিয়ে যায় আঁখি, জুড়ায় পরাণ।

যা দেখিনু আর কিরে এ পাপ-নয়নে
আবার দেখিব তাহা ? যা দেখিনু চ'খে
আজিও স্মরিলে প্রাণ মোহে ভাবাবেশে।
রঙ্গে যথা দূরবনে গভীর নিশীথে
সুর-সখীগণে মিলি সুতান তুলিয়া
ঢালে গো অমিয়ধার সুষুপ্তির কাণে,
সেইরূপ সমস্বরে মধুর নিনাদে
গম্ভীরা, চিন্ময়ী গীতি অলৌকিক তানে
উঠিলা ভুবনব্যাপি। মনানন্দে সবে
ব্রহ্মাণ্ডের ছোট বড় মিলিয়া গাইল,
যোগেশের যশোগান ; মনানন্দে মাতি
শুনিনু তা ; মনোমদে গাঢ় মাতোয়ারা।
বিস্ময়ে ফিরায়ে আঁখি নেহারিনু যথা,
সেই এক মধুরিমা ; ফিরাইনু কাণে,
সেই এক মধু-গীতি সুসংহতে মিশি।
গানের মাধুর্য্যে যেন ভুবনের রাজে
চাহে গো বাঁধিতে সবে ! ভুবন-ভুলান,
পরাণ-মাতান হেন সুস্বর-লহরী
আর ত শুনিনি কভু !! লহরে লহরে
গানের মাধুরী যেন পরাণে পশিয়ে
সংঘাত বাঁধিল ঘন ! হায় রে পরাণ

নিস্পন্দ—চৈতন্যশূন্য, কি যেন হইল !
এই কি সভার কার্য্য ! এই রসে মাতি,
বিমোহিত বিশ্বজন ! একি দরবার !
এ যে পুণ্য মহোৎসব ; সভাসদগণে
প্রাণ-যোগে বাঁধা যথা, পুং স্ত্রী সকলে
হাতে হাতে ধরি সবে গাঢ় প্রেম-যোগে
সবে বাঁধা চলিয়াছে, বন্দনা গাইয়ে,
বিলাইয়া বিশ্বময় পুণ্য-প্রেম-প্রাণে।
হায় রে এ সভা হেরি আর কি বাঁচিতে
চাহে রে এ পাপ প্রাণ ? সত্যই জগতে
অপূর্ব্ব এ দরবার। কোথায় মন্ত্রণা !
কোথায় বা অভিযোগ ? কিসের বিচার ?
নাহি যথা ব্যভিচার, কেন অভিযোগ
কলঙ্কিবে পুণ্য সভা ? কিসের বিচার ?
পূর্ণজ্ঞান বিশ্বনাথ শাসেন আপনি
ভুবন, পুণ্যের তেজে, পবিত্র সংসার ;
সে বিশ্বে কলঙ্ক স্পর্শ ! অনন্ত-বিস্তৃত,
ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান ললিত সুঠামে ;
নিয়ম মঙ্গল-বাহী ; অমৃতনিঃস্যন্দী,
ভ্রমাতীত কার্য্য যাঁর ; তাঁহার বন্ধানে
দোষস্পর্শ !! দেখি শুনি ডুবিনু বিস্ময়ে।

প্রকটি বিদ্যুত হাসি মঞ্জু মেঘমালা
অন্তরীক্ষ-নিবাসিনী, কাম-বিহারিণী,
সমাগতা মন্দগতি। ভুলাইল আশু
নীলিম রূপের ছটা। কহিনু করুণ—
"কাদম্বিনী! আসিলে কি কুহক বিস্তারি,
ছলিতে এ পাপ প্রাণ? নেহারি তোমায়
মরি রে দারুণ লাজে। না বুঝি বৃথাই
অচেতন বলে তোমা জ্ঞানহীন জনে।
মুখে হরি মহামন্ত্র, হরিনামাঙ্কিত
সুপবিত্র অঙ্গ তব; ঘন প্রেমোচ্ছ্বাসে
হরিপুণ্য জ্যোতি ভেদি ফাটিয়া পড়িছে
পরমাণু-পরমাণু; ঝলসিছে আঁখি
চাহিতে তোমার পানে; কাঁপিছে পরাণ
কি আবেশে। কহ শুনি সুসংবাদ তব।

•

ভাবানুরঞ্জিত স্বচ্ছ মধুর কোমল
নীল অনিমেষ আঁখি তুলি ধীরে ধীরে
চাহিলা পাপীর পানে। হায়রে কেমনে
বর্ণিব সে স্থির-দৃষ্টি কটাক্ষ গভীর?
প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসময়ী হৃদয়-স্পর্শিনী
পরমা চিন্ময়ী বাণী সেই যে শুনিনু,

বাজিছে আজিও প্রাণে ; তত্ত্ব সুমধুর,
রেখেছে মাতায়ে প্রাণ আজও সুখমদে।

কহিলেন কাদম্বিনী সুমধুর স্বরে
কি আর কহিব আমি ? জ্ঞানহীন জনে
কিবা জানে, কি সন্দেশ দিবে গো তোমারে ?
শক্তিমতী মহাচিন্তা অক্ষমা ধারণে
যে মহাভাবের স্রোত, পারে কি করিতে
ক্ষুদ্র-প্রাণা বাণী তাহে সঙ্কীর্ণ পরাণে ?
জনমি জননী বই কিছু না জানিনু ;
জননীই প্রাণ মম। জননী-আদেশে
শান্তিহীন মরুভূমে, শান্তি বিতরিয়া
ধাই দেশে দেশে মোরা। সে আদেশে ধরি
কঠোর বজ্রাগ্নিজ্বালা ভীম সংপ্রহারে
বিচূরিতে উচ্চশির, প্রয়োজন যবে।
মায়ের সন্তান মোরা, মায়ের সমান
ব্যবহার মোসবার। জননী-জীবিতা;
চিরদিন এ সংসারে ; জননী বিহনে,
বাঁচিনা ক্ষণেক মোরা। জননীর কাজে
ধরি প্রাণ এ সংসারে ; সে কাজ সাধনে
কত যে লভি গো সুখ বলিব কেমনে ?
সাধি জননীর কাজ জননী-ইঙ্গিতে

মরণেও সুখী মোরা। কি কাজ মোদের
মাতৃগুণ-গান বিনা ? কি কাজ জীবনে
সে কাজসাধন বই ? সফল জীবন,
মরণও সফল মানি, সুপ্রসন্ন মুখে,
বলেন 'হয়েছে বেশ' বিশ্বমাতা যদি।
বলিতে সহস্রধারে কাঁদিয়া ফেলিলা
মাতৃগুণানুরাগিণী ; দেখিয়া শুনিয়া
স্পন্দহীন প্রাণ মম, মোহিত হৃদয়।
 সহসা অদূরে দেখি, যোগ-যুত-প্রাণা
জননী আমার ধ্যানে ;—দেবতা-রূপিণী
পরম পুণ্যের বলে, দেবতা সমান
মোহন পুণ্যের জ্যোতি। নিরখি নিরখি
অনিমেষ আঁখি মম তৃপ্তি না মানিল
হেরি সে অমৃতচ্ছবি। আনন্দ-বিভোর,
সুধাইনু ধীরে ধীরে "জননী আমার !
হেরিনু কি পুনঃ তোমা চিরদিন পরে ?"
 হায় রে কি শুনিলাম ! নিনাদিল যেন,
শতধা পীযূষ-পায়ী কল-কণ্ঠ-ধ্বনি
এ পাপ শ্রবণে মম। কল্মষ-জড়িত
জুড়াল এ পাপ দেহ, আচ্ছন্ন এ প্রাণ
ভাসিল পুণ্যের নীরে ! অই শুন অই

এখনও বাজিছে কর্ণে অমৃতসঞ্চারী
সে মোহন প্রতিধ্বনি জীবিত-সমান ;—
"বাছা রে ! এসেছ কি রে পুণ্যময়ভূমে,
পাপ পুরী পরিহরি ? অভাগী জননী
তোমার আমি রে সেই। জ্ঞানধর্ম্মহীনা,
দুঃখ-দাবানল মাঝে ত্যজিলাম দেহ
দুঃখময় ধরাতলে। মরণ-যাতনা
জাগেরে আজিও মনে। হারানু জনম
বৃথাই কার্য্যের পাকে। অকূল ভাবিয়ে,
মোহান্ধ-জড়িত নেত্রে নিয়ত দেখিনু
নিরন্তর অন্ধকার এ ভব-মণ্ডলে।
জগত-জননী-পাশে কি বলে দাঁড়াব,
ভাবিয়া আকুল প্রাণ। কিন্তু কে জানিত
এত স্নেহ ভালবাসা, এতই করুণা
জননীর নিধি-ভরা ! আসিতে আসিতে
লইয়ে অমৃত ক্রোড়ে জুড়ালেন মম
সে পাপ দেহের জ্বালা—ভুলিনু সকল।
কিবা সে পরশ ! কিবা আশাময়ী বাণী !
দূরে গেল দুঃখ ক্লেশ ; শান্তি-সমাবেশে,
নবীনতা-গত প্রাণ মুগ্ধ নব ভাবে।
সে হইতে কামচারী বিহঙ্গম-সম

বিহরি, বাসনা যথা। কত যে দেখিনু
অসীম অদ্ভুত দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে
নাহি নাহি অন্ত তার। লোক পর লোকে
আনন্দে বিচরি সুখে নেহারি নেহারি
"কোথা অন্ত কোথা" বলি। পাইনু কি তবু
সীমা তার? ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্র শক্তি মম,
সাধ্য কি যে লভি তত্ত্ব? ভীমসৃষ্টিকাণ্ড,
অমিতৌজা মহাবলাবিলোলবিধৃত,
চিত্ত-চমৎকারকারী, অগম্য অপার,
কে করিবে সীমা তার? অনন্ত-জীবনে
চিরালভ্য অনুমানি। কোথায়, কেমন
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-শেষ, বারম্বার মনে
আলোড়িনু; তবু তৃপ্তি নহিল আমার।
এ হেন অনন্ত বিশ্ব-গরভ ধরবিত,
অরূপ ভীষণ সূত্রে নিয়ন্ত্রিত গূঢ়,
অগণন সৌরলোক, চিরভ্রাম্যমান,
নাহি তবু ব্যভিচার, কি কালে কি স্থানে।
কে কবে দেখেছে এই ভুবন ভিতরে
চলিতে নির্জ্জীব জড়ে? ভাবিলে অবাক!
কে চালিল, কে চালায়, জ্ঞান-অগোচর
চলিতেছে চিরদিন। ঘোর বিঘূর্ণিত

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা স্বগণ সমেত,
না জানে বিশ্রাম কভু। এ দেবসভায়,
সেবক সবাই, হেথা আদেশ পালনে
ব্যস্ত দিবানিশী সবে। আলস্য, বিশ্রাম,
মনোভ্রান্তি, পক্ষপাত, বিঘ্ন অমঙ্গল,
দূর-পরাহত সবে নির্গুণ-শাসনে।
কেবলই আদেশ বাছা, কেবলই আদেশ
রাজাধিরাজের রাজ্যে। কর্ম্মশীল সবে,
চেতনাভিমানী এক আমরা কেবল,
গর্ব্বিত অসার গর্ব্বে, আত্মহারা হ'য়ে
অসাড় নিষ্কর্ম্মা সবে। পুণ্যের সংসারে
বিধাতার, অপরাধী, অমঙ্গল আনি
কেন আজি সবে মোরা? হলে ইহা মনে,
রহি লাজে, ভয়ে, দুঃখে মরমে মরিয়া।
নীরবিলা দেব-আত্মা। সে কান্তি নেহারি
পীড়িল মরম মম ক্ষোভে অভিমানে।
হায় রে ইহারিতরে লভিনু কি সবে
জ্ঞান-বুদ্ধি-পুণ্য-পূত দুর্ল্লভ জনম
মর্ত্ত্যভুমে? নিজদোষে নিমিত্তের ভাগী!
কাঁদিয়া ফেলিনু দুঃখে। গাঢ় মনস্তাপে,
কহিনু করুণ স্বরে "সর্ব্বসাক্ষী দেব!

কি কাজ এ প্রাণে মম, তোমার সংসারে
রোপিল যা বিষতরু, অশান্তির বিষে
দহিল ত্রিতাপ তাপে পুণ্যময় ভব ?
কি হইবে গতি মম?”

সন্তাপিত দেখি,
আশ্বাসিলা স্নেহময়ী মধুমাখা স্বরে
বৎসরে, করুণাময়ী জগতজননী,
ভয় কি রে ? রোগে দুঃখে, ঔষধ বিধান
অপার দয়ায় যাঁর, অনুতাপী দেখি
কোলে না নিয়ে কি তিনি পারেন থাকিতে ?
কত যে অগণ্য পাপী জুড়াইল প্রাণ
তাঁহার পুণ্যের স্পর্শে ! অই দেখ সবে
নিত্য মহোৎসবে মাতি, সঘনে গাইছে
জননীর পুণ্য নাম। আনন্দলহরী
উচ্ছসিত অবিরাম। এ দৃশ্য নেহারি
কার না জুড়ায় প্রাণ ? এ আনন্দস্রোতে
কে না চাহে ভাসিবারে অনুরাগে মাতি ?
চিত্তোন্মাদী মহোৎসব ! কেহ মগ্ন ধ্যানে ;
আপনা বিসারি কেহ মনানন্দে মাতি
গাহিছে মঙ্গল-গান ; প্রেমের পাগল,
ছুটে যায় অই কেহ নক্ষত্রে নক্ষত্রে

পাগল প্রেমিক সঙ্গে ; বিরহ-বিধুর
অই কেহ খুঁজে মায়ে পরমাণু মাঝে ;
কেহ কহে তত্ত্ব-কথা আর কতগুলি
একান্তে শুনিছে তাহা ; কেহ সুধাপানে
আপনি বিভোর হয়ে ডাকিছে আদরে
বাঁটিয়া নিবার তরে ; শুনি কত গুলি
ছুটিছে অমৃতপানে। এ শোভা নিরখি
কে চায় ফিরিতে পুন পাপের সংসারে ?
সন্তানবৎসলা তাই বলেছেন সবে
যাইতে হবে না কারও ফিরিয়া সংসারে।

চেতনাচেতন-মিশ্র অদ্ভুতগঠিত
বিশ্বদরবার এই। দেখরে চাহিয়া,
কূটস্থ পরম দেব বিরাজেন তাহে
আদ্যাশক্তি যোগমায়া রাজরাণী রূপে।
একাকী শাসেন বিশ্ব অখণ্ড প্রতাপে,
পালেন যতনে পুন ; করুণা বিধানে
রক্ষেন, নাশেন তারে। কি বর্ণিব আমি ?
যাও বাছা, দেখ নিজে হৃদয় ভরিয়ে
রাজসভা, রাজরাণী অনন্ত রূপিণী।

বিস্ময়ে দেখিনু চাহি, বলিতে বলিতে,
কোথায় গেলেন মিশি। আবেগ-বিহ্বল,

চাহিনু চৌদিকে ঘন ; বিশাল বিপ্লুত
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী দেব দরবার
ঝলসিল জ্ঞান-আঁখি। অপরূপ সাজে,
বীরাসনে বিরাজিত মহারাণী রূপে
মহাশক্তি মহামায়া। অরূপ সৌন্দর্য্যে
ভাসিল ভুবন-রাজ্য ; অরূপ সৌন্দর্য্যে
মোহিল যোগীর প্রাণ। পিয়ে মনোমদে,
মোহ গেল বিশ্বজন চেতনাচেতন
অনন্তের রূপ-রসে। হায় রে কেমনে
বর্ণি সে অতুল শোভা ? দেখিনি সে মুখে,
শ্রীমুখ-কমল-বাসে তবু গো এখনও
মাতোয়ারা মন মম। দেখিনি সে আঁখি,
তবু সে দৃষ্টির বাণ ভেদিয়াছে ঘন
এ পাপ হৃদয় মম ; নাহি পরশিনু,
তবু গো পরশ-সুখে বিবশ এ প্রাণ !
অশরীরী শির ভেদি অনন্ত আকাশে
জ্বলন্ত অশনিসম, শোভে তাহে চারু
দূর দূর গগনের দূরতম দেশে
মুকুটের দীপ্তচ্ছটা। কে পারে বর্ণিতে
সে মহতী রাজ-শক্তি, যে প্রচণ্ড তেজে
নিক্ষিপ্ত অসীমাকাশে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলী

অনন্ত ঘূর্ণায়মান। কে পারে চাহিতে
সে জ্ঞান-জ্যোতির পানে? বিস্ময়ে দেখিনু
কত কত সৌর লোক প্রতিলোম-কূপে,
রুদ্র তেজে প্রধাবিত, বহিয়া নীরবে
বিশ্বেশীর ভীমাদেশ! সূর্য্য কোটি কোটি
স্বগণ সহিত ত্রস্ত নিদেশ পালনে
কেবা জানে দিবারাতি। ভীমা মহেশ্বরী
মহারুদ্ররূপিনী প্রকাণ্ড জ্ঞানময়ী;
অসম্ভবা, অমৃতা, অক্ষর-কীর্ত্তিমতী,
স্বপ্রভাব-নিবাসিনী। অনন্ত বিগ্রহে,
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডরাজী, গ্রহ, চন্দ্র, তারা,
মহাসিন্ধু, মহীধর, দেশ, মহাদেশ,
স্রোতস্বিনী, অরণ্যানী, জীব জন্তু আদি,
সাধে কার্য্য নিজ নিজ। মহাচক্রে ফিরি
কি কীট কীটাণু সবে ঘুরে ঘোর পাকে
যন্ত্রস্থিত রেণুপ্রায়! জ্ঞানী মহাজন
তটস্থ বিবর্ত্তমান মহাজ্ঞানভারে।

বিস্ময়-সন্ত্রাস-ত্রস্ত অদ্ভুত নিরখি
মুদিনু এ পাপ আঁখি; ঘূর্ণিত মস্তক,
বিক্ষুব্ধ স্তম্ভিত প্রাণ; বিভ্রম-দর্শনে
চাহিনু অন্তরাকাশে; একি! ইন্দ্রজাল!

চমকি চাহিনু পুন ; চকিতে দেখিনু,
নাহি সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি মহারৌদ্রময়ী,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ভাস্বর বিভূতি,
বিপুল বিরাট দেহ। যেন মায়াবলে,
বিভাবসু, নিশানাথ, নক্ষত্রমণ্ডলে
শৈলেশ্বরে, সিন্ধুহ্রদে, শৈলজিনী-নীরে,
ভূচর খেচর জীবে, কীটাণুর প্রাণে
পূর্ণ মনোরঙ্গে রাজে মনোময়ীরূপে,
মনোময়ী মনোরমা ; বিস্ময়ে চাহিনু
আপন হৃদয় মাঝে ; দেখিনু বিরাজে
প্রাণভরা ছবিখানি সুহাসে প্রকটি
অরূপ রূপের ছটা। ঢলিয়া পড়িল
গর্ব্বস্ফীত গ্রীবা মম উচ্চশির সহ ;
হইল অবশ অঙ্গ। চিত্তবিনোদন !
প্রাণ ধন ! প্রিয়ধন ! বলিতে বলিতে
বিভ্রম-জড়িত-স্বরে, মোহ গেল প্রাণ।

সে মুখ ভুলিবার নয়।

ভৈরবী—মধ্যমান।

সে মুখ দেখিলে আর ভোলা নাকি যায়!
সে যে অতুলন রূপরাশি ভুবন ভুলায়।
পর্ব্বতে কাননে ছুটি,
তরঙ্গ-বেলায় লুটি,
নাথ! নাথ! ব'লে ফিরি পাগলের প্রায়।
স্বপনে দেখিয়ে উঠি,
জোছনায় প'ড়ে লুটি,
(বলি) প্রাণের জোছনা আমার লুকালে কোথায়?

১

স্বপনের কোলে ছিলাম বিবশ
চমকি উঠিনু জাগি।
মাথার ভিতর করে যে কেমন,
জাগিনু কিসের লাগি?
নয়ন আমার দেখিছে আঁধার
বুক করে দুর দুর।
স্বপন-বিলাসী কই সে আমার
অরূপ-রূপ মধুর?

প্রেমেতে গঠিত অতি সুললিত
ভুবন-ভুলান রূপ ;
প্রেমের আননে প্রেমের সুহাস,
নাহি তার অনুরূপ ।
প্রেমের নয়নে প্রেমের বিজলী
প্রেমের মাধুরী খেলে ;
প্রেমেতে মাখান রুচির চাহনি
দেয় গো অমিয় ঢেলে !
প্রেমের বদনে প্রেমের কাহিনী
মধুর মধুর বলে ।
প্রেমের অধরে প্রেমের সুধারা
মধুর মধুর গলে ;
প্রেম-ভরা বুকে প্রেমের লহরী
উছলি উছলি যায় ।
কি দেখিনু আহা ! মরি ! মরি ! মরি !
আর কি দেখিব তায় ?
কেনবা জাগিনু আঁধার দেখিতে
আঁধার দেখিয়ে মরি ।
ও রূপ দেখিয়ে না মরিনু কেন ?
কি সুখে বা প্রাণ ধরি ?

২

আজ কত দিন   সে মুখ দেখিনু
নিয়ত জাগে তা মনে ;
অরূপ-ফলকে   কে দিল আঁকিয়ে,
জ্বলে নিদ্রাজাগরণে ।
মুছিবার নয়,   উঠিবার নয়,
নাহি পায় লয় ক্ষয় ;
মাজিলে ঘসিলে   'জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্
জ্বলে আরও প্রাণময় ।
এ জনমে যদি   না দেখিরে আর
তবু গো মরিব সুখে
প্রেমের চিতায়   সহজে পুড়িব
সে ছবি ধরিয়ে বুকে ।

৩

সেই যে হেরিনু   আর নাহি হেরি
তবু ত ভুলিতে নারি ।
পথ চ'লে যাই   শুনি যেন পিছে
পায়ের শবদ তারি ।
পর্ব্বতে কাননে   ফিরি এক মনে
শুনি গো চমকি যেন

বিষাদ-জড়িত মধুর সুস্বরে
ডাকিছে, বাজে গো হেন।
প্রাণের ভিতরে স্তরে স্তরে স্তরে
পশিয়ে জমে গো স্বর।
মাতোয়ারা যেন এমনই বিকার ;
কেমন প্রেমের জ্বর !
নদীর বেলায় প্রাণের জ্বালায়
বিষাদে শুইয়ে থাকি,
আসিয়ে গোপনে ধরে গো জ'ড়িয়ে
সোনার জোছনা মাখি।
শিহরিয়ে উঠি, নাহি পাই আর ;
অঙ্গ কাঁপে থর থর।
দেখি গো আঁধার, অকূল পাঁথার,
নাহি বুঝি আত্মপর।
বনে পাখী ডাকে শুনিয়ে সে স্বর
পরাণ ধরিতে ধায়,
কুসুমমঞ্জরী ধরি ধরি আনি
ছবির সনে মিলায়।
নদীর বালুকা লইয়ে যতনে
কি যেন মিলাতে চায় ;

আপনার হৃদি   চাহে একবার,
আবার নেহারে তায়।
সুন্দর দেখিলে,   সুমিষ্ট শুনিলে
চমকি চমকি উঠে ;
কখন অসাড়,   আবার কখন
পাগলের প্রায় ছুটে।
ওরে একবার   ওমুখ দেখিলে
আর কি গো ভোলা যায় ?
জীবন মরণ   কিছুই জানি না,
আর কি দেখিব তায় ?

৪

প্রেমেতে গঠিত   মূরতি সুন্দর
সেই গো দেখেছি কবে,
সে দিন বলিয়ে   মনে মনে যেন
হইছে কেন গো তবে ?
জমাট-প্রেমের   মূরতি সুঠাম
এই যে ভাসিতেছিল,
দেখিতে দেখিতে   দিঠি আঁধারিয়ে
কোথায় মিশিয়ে গেল।
ঘুমাইয়ে দেখি   জাগিলে আঁধার
এ কোন্ মায়ার লীলা ?

আঁধার ঘরে কে পশিয়ে গোপনে
চুরি করি পলাইলা ?
করিয়াছে চুরি, করেছে করেছে,
তাহে কিছু ক্ষতি নাই ;
বুক যুড়ে কেন থাকিল না ঘরে
যতনে দিতাম ঠাঁই ।
চুরি ক'রে যদি পলাইল, সুধু
মন কেন নিয়ে গেল ?
শেষ যাহা আছে কার তরে আর
ফেলে রেখে চ'লে গেল ?
জমাট প্রেমের অরূপ মূরতি
হেন আর দেখি নাই ।
ইচ্ছা হয় তারে বুকে করে নিয়ে
গহন বনে পলাই ।
প্রেম কি গো ননী ? নয়ত অমন
কোমল হইল কিসে ?
ননীর মতন যেন গ'লে গ'লে
গেল সে কোথায় মিশে ।
প্রেম কি গো জল ? জ'মে গো কেমনে
কখন পাষাণ হয় ;

আবার কখন উড়িয়ে উড়িয়ে
আকাশে মিশিয়ে রয়।
প্রেম কি কুহক? এত দিন হল
চমক ভাঙ্গে না কেন?
পরাণ আমার মোহের আবেশে
সদাই জড়িত যেন।
ঘুম ঘুম চোখ সদা ঢুলু ঢুলু
না পারি মেলিতে আঁখি,
নেশা বিনে একি দশা হ'ল মোর
আর কি আছে গো বাঁকি!
স্বপনেও আসি করে গো নাচার
কেমনে ভুলিব আর!
স্মৃতি-সহমৃত্যু-সুখেতে মরিব,—
শেষ সুখ অভাগার।
—প্রেম-বৈরাগী।

তুমি মধু।

১

তুমি মধু! তুমি মধু! তুমি মধু!
মধুর আকর মধুর নিঝর
তুমি হে পরাণ-বঁধু।

মধুর মূরতি, মধুর ভারতী,
সরল মধুর হাস।
মধুর নয়নে মধুমাখা দিঠি
মধু অঙ্গে মধু বাস।
মধুর পরশে পরাণ আকুল,
এমন ত দেখি নাই।
লাজ ভয় গেল, পাগল করল,
আপনা হারাই যাই।
তোর তরে বঁধু কি করে যে হিয়ে,
কি আর কব তা তোরে?
ঘরের যে জন পর হ'য়ে গেল,
কি গুণ করিলি মোরে।

২

বঁধু হে!
একটি বাসনা হিয়ার মাঝারে
নিয়ত জাগিছে মোর;
কব কি তা তোরে? কি ভাবিবি মনে?
আমি ত নেশায় ভোর।
মধুর সাগর! তোর বুকে আমি
ভাঙা তরী হয়ে ভাসি;
তাহে প্রেম-বায়; মধুর হিল্লোলে
হইব সুখ-বিলাসী।

শত ছিদ্র দিয়া মধুর মধুর
ছুয়া'য়ে উঠিবে মধু ;
হাড়ে হাড়ে মধু পশিয়ে পশিয়ে
বিঁধিবে পরাণ বঁধু।
প্রেমের বাতাসে হেলিতে দুলিতে
ডুবিতে ভাসিতে যাব,
মাঝ খানে গিয়ে ডুবু ডুবু হ'য়ে
জন্মের মত বিকাব।
লুকাইব তোর বুকের ভিতরে
মধুর মধুর চাপে ;
জরিয়া গলিয়া মধুতে মিশিয়া
জুড়াব হিয়ার তাপে।

৩

মধু তুমি নাথ তোমারে ছাড়িয়ে
যাইব কোথায় আর ?
মধুহারা হ'লে দারুণ পিয়াস
মিটাইবে কে আমার ?
প্রাণের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া,
যখন আসিব ধেয়ে,
নিকুঞ্জ হইয়ে বুকের ভিতরে
নিয়ে, জুড়াইও হিয়ে।

রাতির আঁধারে ভয় পেলে নাথ
হয়ো গো চাঁদের আলা ;
নিদারুণ দাহে চন্দন হইয়ে
জুড়া'য়ো প্রাণের জ্বালা ।
অরুণ নয়ন দেখিলে গো কারও
কাঁদিলে মনের তাপে,
প্রাণসখী হয়ে নিয়ো কোলে ক'রে
জুড়া'য়ো মধুরালাপে ।
সাথে সাথে থে'কো প্রাণ-যোগে গাঁথা
ছাড়িয়ে যেয়ো না আর ;
চাহিয়ে চাহিয়ে মুখ পানে তোর
ভুলে যাব এ সংসার ।

৪

সখি রে !
কি তোর মধুর রীতি !
তোরে ভালবাসি বড় সুখ প্রাণে ;
সই তুই মধুমতী ।
তা না হ'লে বল কেন তোর তরে
সদাই আকুল প্রাণ ;
তিলে না দেখিলে দিশাহারা হই ;
যায় মান অভিমান ।

কথায় কথায়   ঘরের বাহির,
লোকে দেখি কত বলে।
আপনার জনে   বাঁধিয়া রাখিতে
চায় ছলে বলে কলে।
কি কব তুহারে,   হাসি পায় সই
বলিতে তাদের কথা ;
তোরে ভালবাসি,   এতেও তাদের
পরাণে বাজে গো ব্যথা।
চমকিয়া উঠে   তোর দুটি কথা
শুনিলে আমার মুখে।
পর হ'য়ে গেনু   এই ভাবি মনে
স্বস্তি নাহি পায় বুকে।
কতই যতনে,   মাটির খেলনা
দিয়ে ভুলাইতে চায়।
আর কি তাহাতে   দিন কাটে মোর ?
বৃথাই মোরে জ্বালায়।
মধুর মধু যে   তুহার পিরিতি ;
পেয়েছে যে তার স্বাদ,
আর সে কি ভুলে ?   আর সে কি গলে ?
লোকে ভাবে পরমাদ।

কেহ বলে ভণ্ড, কেহ বা পাগল,
নিবারে মনের ঝাল।
ভাল বাসে তোরে যে জন, তাহার
এই হাল চিরকাল।

হাঁ সই!

সুধাই আরেক কথা।
ভালটি দেখিলে ভালটি শুনিলে
কেন যায় মন ব্যথা?
ঊষার বদন নেহারি নেহারি
নয়ন কেন গো ঝরে?
সন্ধ্যার নীলিমা জমিলে নয়নে
কেন মরি রাগ ভরে?
সরিষার ফুলে গাছ আলো করে,
হৃদয় উথলে কেন?
ঝাঁকে ঝাঁকে গাছে জোনাকিরা জ্বলে,
প্রাণময় আলো যেন!
গিরি গায়ে বাজে নির্ঝর বাজনা,
আকুল করে গো প্রাণ।
বিজন কাননে মাতা'য়ে তোলে গো
বিজন পাখীর গান।

পাইলে অনিলে, আহ্লাদে লহরী
আটখানা হয়ে যায় ;
গড়ায়, গড়ায়, আবার লুকায় ;
সঙ্গে আমারে মজায় ।
ফুলের সুবাস অলক্ষ্যে ছুটিয়া
পাগল করে গো প্রাণ ।
সুধার সঙ্গীতে সুর লহরীতে
মজিয়ে হারাই জ্ঞান ।
রমণীর প্রিয় করুণা মাখান
বদন নেহারি সই
চেয়ে থাকি সুধু আপনা পাসরি
কি যেন হইয়ে র'ই ।
বিরাজ কি সই এ সবার মাঝে
সত্য বল দেখি মোরে ।
নয় এত মধু এদের মাঝারে
জমিল কেমন ক'রে ?
আগে ত দেখেছি এ সব, এখন
কেন দেখি আন আন?
এ কি হ'ল মোরে? কে নব মাধুরী
তা'দিগে করিল দান ?

নূতন নূতন মাধুরী মাখিয়ে
উদিয়ে আমার কাছে,
একেবারে খুন করিতে আমারে
কার্ কাছে শিখিয়াছে?
হাসিয়ে হাসিয়ে, বুক খানি খুলে,
যায় কি দেখায়ে মোরে,
অজ্ঞান হইয়ে, থাকি গো পড়িয়ে,
বিঘোর নেশার ঘোরে।
কে জানিত সই জড়ের ভিতরে
মায়াবী হৃদয় আছে?
এ বাজী, বল্ না, ভব-ভানুমতী,
কার কাছে শিখিয়াছে।
লুকাইয়ে থেকে কি রঙ্গ দেখিস্,
মায়ার পুতলী সই;
তোর যা, সকলই মোর কাছে আর
কিছু নয় মধু বই।
খাঁটি মধু সই, তুই রে আমার,
তুহার সকলই মধু।
জনমের তরে মোরে একেবারে
মজালি পরাণ বঁধু।
—প্রেম-বৈরাগী।

আমায় ছেড় না, ছেড় না।

খাম্বাজ—খেমটা।

আমায় ছেড় না ছেড় না প্রাণ-বঁধু হে,
আমি যাব না তোমায় ছেড়ে আর।
আমায় বেঁধে রাখ চিরপ্রেমডোরে হে,
আমি যাব না তোমায় ছেড়ে আর।
আমি তোমা ছেড়ে কোথা আর যাব হে,
আমি যাব না তোমায় ছেড়ে আর।
আর কে জুড়াবে এ তাপিত হিয়ে হে,
আমি যাব না তোমায় ছেড়ে আর।
আমার প্রাণজুড়ন ধন তুমি হে,
আমি বাঁচি না তোমায় ছেড়ে আর।
আমার বুকজুড়ন ধন তুমি হে,
আমি বাঁচি না তোমায় ছেড়ে আর।
আমার নয়নেয় মণি তুমি নাথ হে,
আমি বাঁচি না তোমায় ছেড়ে আর।
আমি বিজনে তোমায় নিয়ে থাকিব হে,
আমি যাব না তোমায় ছেড়ে আর।
তুমি কত কথা কবে আমি শুনিব হে,
আমি যাব না তোমায় ছেড়ে আর।
আর অনিমেষে ও মুখ নেহারিব হে,
আমি যাব না তোমায় ছেড়ে আর।

তুমি রসসিন্ধু হও, আমি ডুবে র'ই হে,
আমি যাব না তোমায় ছেড়ে আর ;
ভবে ভেলা হও, বুকে শুয়ে ভাসিব হে,
আমি যাব না তোমায় ছেড়ে আর।
তুমি ফুল-শয্যা হও, আমি জুড়াই হে,
আমি যাব না তোমায় ছেড়ে আর।
তুমি চিতানল হও, পুড়ে মরিব হে,
আমি যাব না তোমায় ছেড়ে আর।
—প্রেম-বৈরাগী।

পিয়াস না মিটিল।

১

ঊষার অঞ্চল ধরি রাঙ্গা রবিচ্ছবি গো
নাচিয়া হাসিয়া ;
দেখিতে দেখিতে হায় ! আর দেখা নাহি যায়,
বয়োদোষে কঠোরতা মারে পোড়াইয়া।
তৃষা না মিটিল প্রাণে সে কান্তি হেরিয়া।

২

অই সরোজিনী সই কি সুন্দর শোভে রে
সরসীর বুকে ;
আনিয়া দাও না মোরে আমিও অমনি ক'রে

আদরে ধরিব বুকে, পরশি চিবুকে।
পিয়াস মিটিল না যে নিরখি ও মুখে।

৩

ওরে চাঁদ অমন ক'রে চা'স্ নে চা'স্ নে রে
অভাগার পানে ;
কি সুধা মাখায়ে বিধি তোরে রে অমিয়-নিধি
গড়িয়াছে ; ইচ্ছা হয় পূরে রাখি প্রাণে।
তৃষা না মিটিল তোর সুধারস পানে।

৪

শিশু রে ! হাসির খনি তোর চাঁদ মুখ রে ;
হাস,—আরও হাস।
কি হাসিই পেয়েছ তুমি, কি হাসিই হাস তুমি
সরলতামাখা মুখে বিষাদ বিনাশ।
তৃষা মিটিল না, শিশু, হাস আরও হাস।

৫

সংসার-সঙ্গিনী সখী তোরে নিয়ে মরি রে
কি সুখে কি দুখে ;
আর কিছু নাহি চাই, সদা হরি গুণ গাই,
সদা হরি-প্রেম পান করি তোর মুখে ;
তৃষা মিটিল না মম রাখি তোরে বুকে।

৬

কেমন তৃষার ভূমি মায়ার সংসার গো,
তৃষা বুঝি সুখ !
যতই করি না পান তৃপ্তি নাহি মানে প্রাণ
আরও করিবারে পান সদাই উন্মুখ ।
তৃষা না মিটিল মনে র'ল বড় দুখ ।

৭

আমার প্রাণের সখা হৃদয় আঁধারি গো
গেল কোথাকারে ;
পিয়াসা নদীর কূলে, প্রেম কদম্বের মূলে,
সেই যে দেখিনু আর না দেখিনু তারে ।
তৃষা না মিটিতে ফাঁকি দিল সে আমারে ।

৮

আর কোথা যাব আমি, আর কোথা চাব গো,
বঁধু বঁধু বলি ?
জিজ্ঞাসি অনন্তাকাশে, সুধাইনু ঊষা পাশে,
শৈবলিনী ফুলরাত্রী গিরি বনস্থলী ;
পুঁছি এত কেহ কিছু নাহি দেয় বলি ।

৯

প্রাণের পিয়াসা প্রাণে জাগে দিবারা'ত
কবে আশা মিটাইবে ভিখারীর নাথ ?

রে মূঢ়! তৃষাই শক্তি, তৃষাই ত প্রাণ,
তৃষা-বিহীনতা আর জড়তা সমান।
—প্রেম-বৈরাগী।

সিন্ধু—মধ্যমান।

চিরদিনের আমি গো তার, আমার প্রাণের বঁধু আমার
(ওগো) সে মুখ দেখিলে আমি ভুলে থাকি ত্রিসংসার।
না জানি কি গুণ ক'রে
ভুলায়ে রেখেছে মোরে
এখন তারে না দেখিলে পোড়া চ'খে সুধু দেখি আঁধার।
গোপনে কি কথা ব'লে
ভাসালে নয়ন জলে
সে হ'তে প্রাণ বিকানু আমার;
এখন ফিরাতে যে নারি আর।
(আমি ফিরাতে পারি না আর।)
কিছু সুন্দর দেখিলে
সুমিষ্ট কিছু শুনিলে
উঠে চমকি প্রাণ, বলিব কি আর!
বলি ঐ বুঝি আসিছে আমার—।
(বলি ঐ বুঝি মন-চোরা আমার।)

পিলু—যৎ।

দীন শরণ তুমি, পতিত পাবন,
প্রাণের প্রাণ তুমি, প্রাণরমণ।
নিরাশ-আঁধারে তুমি আশার জ্যোতি;
পাপের আঁধারে তুমি পুণ্যের ভাতি।
এ ভব-সমুদ্রে তুমি, এক ধ্রুব তারা;
অকূল পাঁথারে তুমি, কূল কিনারা।
রোগের শুশ্রূষা তুমি, শোকের সান্ত্বনা;
দুঃখে আশাবাণী তুমি, পাতকে প্রার্থনা।
প্রাণের পিয়াসা তুমি, ভয় দুঃখ লাজ;
(আমার) জ্ঞান চক্ষু-যোগ মোক্ষ তুমি যোগরাজ
ধন রত্ন মণি তুমি, তুমি প্রাণাধার;
কি নও আমার তুমি কি নও আমার।

ভৈরবী—ঠুংরী।

ও সেই হৃদয় ধনে,
গোপনে, বাঁধিয়ে রাখি যতনে, ভাবি মনে মনে।
পলকে হারালে তারে,
মরি বিরহবিকারে,
না হেরি নয়নে;
না দেখি সে প্রাণ ধনে, (আমি) বাঁচি কেমনে।

কি দিবা কিবা শর্ব্বরী,
সে তো খেলে লুকোচুরি,
আমি তো বাঁচিনে ;
ধরিলে রাখিতে নারি সে সাধনের ধনে।
মন চুরি করিয়ে মোর,
কোথা যে লুকায় চোর,
ধরিতে পারিনে ;
কি জ্বালা আবার তারি তরে এ ধারা নয়নে।
কি ক'রে সাধিলে তারে,
পাই সদা হৃদি মাঝারে,
বল গো আমারে ;
আমায় এমন ক'রে পাগল করে, (আমি) আর তো বাঁচিনে।

অশুদ্ধশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ পৃষ্ঠা	৬ পংক্তি	জ্যোতীরাজ	জ্যোতি-রাজ
৫ ,,	২ ,,	বালি	বলি
ঐ	ঐ	অত্যুঙ্গ	অত্যুচ্চ